৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ১৭ চৈত্র – ২৩ চৈত্র, ১৪২৯ ঃ ১ এপ্রিল– ৭ এপ্রিল, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 24, 1 April - 7 April, 2023 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখো ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

জানা অজানা সফরে ধান্যকুড়িয়া

৬ এর পাতায়

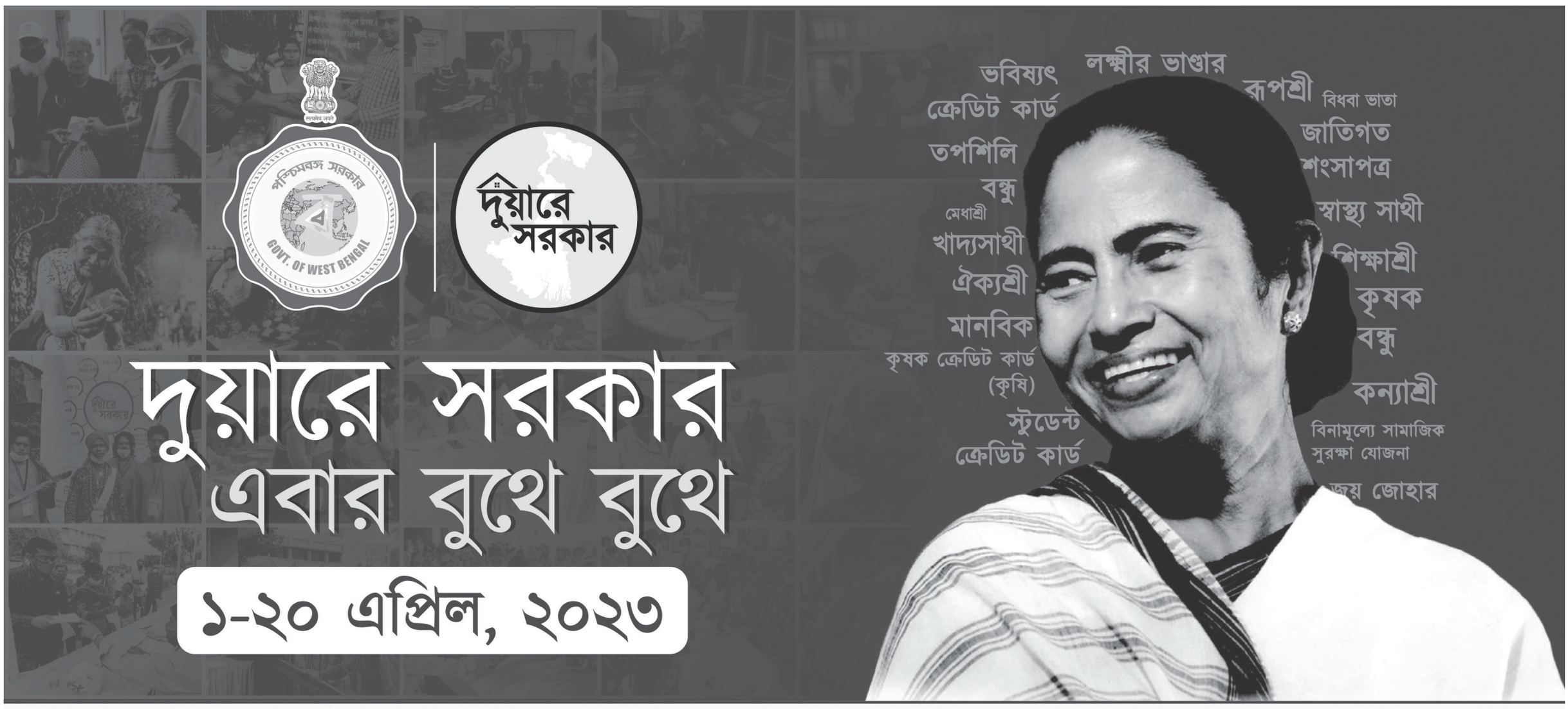

৫টি পর্যায়

৩.৭১+ লক্ষ শিবির

৬.৭৭+ কোটি উপভোক্তা

সাফল্যের সঙ্গে পাঁচটি পর্যায় পরিচালনা করার পর, এবার ষষ্ঠ পর্যায়ে দুয়ারে সরকার আয়োজিত হতে চলেছে আপনাদের বুথে বুথে।

যাঁর যখন যেখানে দরকার, আসছে আপনার দুয়ারে সরকার

রাউন্ড ১: আবেদনপত্র গ্রহণ শিবির ১-১০ এপ্রিল

রাউন্ড ২: পরিষেবা প্রদান শিবির ১১-২০ এপ্রিল

আপনার নিকটবর্তী বুথে আয়োজিত শিবির সম্পর্কে জানতে এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন বা https://ds.wb.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন

এই প্রয়াসে রাজ্যজুড়ে প্রায় ১ লক্ষ শিবির আয়োজিত হবে। এই শিবিরে নিম্নলিখিত প্রকল্প ও পরিষেবাগুলির ওপর জোর দেওয়া হবে:

উপরে উল্লিখিত প্রকল্প ও পরিষেবাগুলি-সহ মোট ৩৩টি প্রকল্প ও পরিষেবা রাজ্যবাসী পেতে চলেছেন দুয়ারে সরকার শিবিরের মাধ্যমে।
অন্যান্য যেকোনও প্রকল্প সম্পর্কিত সমস্যার যথাযথ সমাধানের জন্য অভিযোগ/ আবেদনও এই শিবিরগুলিতে গ্রহণ করা হবে।

সহায়তার জন্য **১৮০০ ৩৪৫ ০১১৭, ০৩৩ ২২১৪ ০১৫২**-এ সরাসরি ফোন করুন

@wb.gov.in @egiye_bangla https://ds.wb.gov.in

৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ১৭ চৈত্র – ২৩ চৈত্র, ১৪২৯ ঃ ১ এপ্রিল– ৭ এপ্রিল, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 24, 1 April - 7 April, 2023 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখো ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

জানা অজানা সফরে ধান্যকুড়িয়া

৬ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার বক্তৃতায়

কুকথা বলার অপরাধে দু বছরের কারাদণ্ড হয়েছে রাহুল গান্ধীর। এবার সংসদের নিয়ম অনুযায়ী খারিজ হয়ে গেল সাংসদ পদও।

রবিবার : আদালতের নির্দেশ মেনে সিভিক ভলান্টিয়ারদের

কাজের নির্দেশিকা প্রকাশ করল রাজ্য পুলিশ। জানানো হয়েছে তদন্ত, অভিযান ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় কোনও ভূমিকা নেই এদের।

সোমবার : ১০০ দিনের কাজে আগামী ১ এপ্রিল থেকে

মজুরি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। বিভিন্ন রাজ্যে ২ থেকে ১০ শতাংশ হারে বাড়বে মজুরি। যদিও হিসাবে গড়মিলের জন্য আটকে রয়েছে এ রাজ্যের বরাদ্দ।

মঙ্গলবার : বঙ্গ সফরে এসে রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মু

ঘুরে গেলেন নেতাজির এলগিন রোডের বাড়ি, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ও বেলুড় মঠ। তাঁকে দেওয়া হল নাগরিক সম্বর্ধনা। শান্তিনিকেতনে যোগ দিলেন বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে।

বুধবার : আধার প্যান কার্ড যুক্ত করার সময়সীমা ৩১ মার্চ থেকে

বাড়িয়ে আগামী ৩০ জুন করল কেন্দ্র। এরপরও যুক্ত না করলে নিষ্ক্রিয়ই ধরা হবে প্যান কার্ডকে, জানিয়েছে অর্থ মন্ত্রক। তবে জরিমানা ১০০০ টাকা থাকছেই।

বৃহস্পতিবার : কাগজ কলমের বদলে ই–ফাইল অনেকদিন ধরেই

চালু হয়েছে সরকারি দপ্তরগুলিতে। পিছিয়ে ছিল কলকাতা পুরসভা। আগামী ১ এপ্রিল থেকে সেখানেও বাধ্যতামূলক হচ্ছে ই–ফাইল।

শুক্রবার : নিয়মিত ভাতা মিলছে না, জমা পড়ছে না ইএসআই

পিএফের টাকা। তাই ঠিকাদারি কর্মীরা বেঁকে বসায় ফাঁপরে জল জীবন মিশন প্রকল্প। পঞ্চায়েত ভোটের আগে বেকায়দায় রাজ্য সরকার।

সবজান্তা খবরওয়ালা

একশো দিনের কাজে তোলাবাজির অভিযোগ প্রধানের বিরুদ্ধে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে শাসকদলের উপর থেকে উন্নয়নের পলেস্তারা খসে একের পর এক দুর্নীতি প্রকাশ হয়ে পড়ছে। রাজ্যে নিয়োগ বা চাকরি দুর্নীতির শিকড় যে কত গভীরে তা নিয়ে রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মহল। সম্প্রতি চাকরির নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল উত্তর চব্বিশ পরগণার জগদ্দল বিধানসভার অন্তর্গত কাউগাছি–১এর পঞ্চায়েত প্রধান চৈতালি কর্মকারের বিরুদ্ধে।

অভিযোগ পঞ্চায়েত অঞ্চলে সার্ভে করার কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্যে প্রধান অনেকের কাজ থেকে মাথাপিছু কুড়ি হাজার টাকা করে নিয়েছেন। স্বর্ণাগড় দোলতলার মাঠ পাড়া এলাকার বাসিন্দা শ্রীমতী দে টাকা দিয়ে কাজ না মেলায় বাসুদেবপুর থানার শরণাপন্ন হয়েছেন। ২৭ মার্চ সোমবার রাতে তিনি এই মর্মে বাসুদেবপুর থানায় এক অভিযোগ দায়ের করেছেন। ইতিমধ্যে অভিযোগকারিনী শ্রীমতী দে এবং পঞ্চায়েত সদস্যা বুলা সিকদারের কথোপকথনের একটি অডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়েছে। এই অডিও ক্লিপকে কেন্দ্র করে গোটা পঞ্চায়েত এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযোগকারিনী বলেন, 'গত ২২ ডিসেম্বর টাকা নেওয়ার সময় প্রধান বলেন জানুয়ারির ২ তারিখ থেকে জয়েন করার কথা। সেখানে বিগত তিনমাস হয়ে গেলেও চাকরি না হওয়ায়, আমি আমার টাকা ফেরত চাইছি।' এরকম আরও কতজন আছে প্রশ্ন করায় শ্রীমতী বলেন, 'আমি টাকা ফেরত চাওয়ায় প্রধান বলেন, আপনার জন্য কাউগাছির আরও ১৯ জন মেয়ে বাতিল হয়ে গিয়েছে।' অভিযোগকারিনী বলেন, আমি নিজে তৃণমূল করি। তবে আমরা তো সাধারণ মানুষ। একারণে পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধানদের উপর তো আমাদের ভরসা রাখতেই হয়। তবে টাকার জন্য চাপ দিতে এ পর্যন্ত মাত্র দশ হাজার টাকা ফেরত দিয়েছেন। আর বাকি টাকা চাইলে বিভিন্ন হুমকি দিচ্ছেন। এমনকি নানারকম শারীরিক নির্যাতন ও ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন। তাই বাধ্য হয়ে থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করি। পুলিশের উপর আমার আস্থা আছে। আশা করি তদন্ত হবে।' তবে এ প্রসঙ্গে কাউগাছি–১ এর পঞ্চায়েত প্রধান চৈতালি কর্মকারের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের কাউগাছি অঞ্চল সভাপতি স্বপন মণ্ডল ঘটনার নিন্দা করে বলেন, 'শুনেছি ১০০ দিনের কাজের নাম করে কুড়ি হাজার করে টাকা নিচ্ছেন প্রধান। এটা মেনে নেওয়া যায়না। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। শ্রীমতী দে নামের মহিলা আমার কাছে এসেছিলেন। আমি তাদের প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দি। তবে বিষয়টা আমি দলের উর্ধ্বতন নেতৃত্বদের জানাবো।'

গোটা ঘটনা নিয়ে বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা আগেই বলেছি রাজ্যের তৃণমূল সরকার পুরোটাই দুর্নীতিগ্রস্ত। দলের নেতারা তোলাবাজিতেই ব্যস্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে খরচ করা হয়। সেই টাকাতেও নজর পড়েছে তৃণমূল নেতাদের। তাই কাজ দেওয়ার নাম করে স্বয়ং প্রধানও তোলাবাজিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। দুর্নীতিতে শুধু পার্থ ও কেষ্ট নয়। গোটা তৃণমূল দলটাই সংপৃক্ত হয়ে পড়েছে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে। একজন পঞ্চায়েত প্রধান সঙ্গে একজন সদস্যকে নিয়ে ১০০ দিনের কাজের জন্য ১৯ জনের কাছ থেকে কুড়ি হাজার করে টাকা নিচ্ছেন। আমরা বিষয়টা নিয়ে প্রকাশ্য আন্দোলনের কর্মসূচি নিচ্ছি।'

বাঙালির মেধা ঘোর সংকটে

ওঙ্কার মিত্র

ব্যবসা হোক বা চাকরি, শিক্ষা হোক বা সংস্কৃতি, কোনও দিনই কোনও কিছুতে পিছিয়ে পড়ে নি বাঙালির মেধা। বিশেষ করে ব্রিটিশ, ফরাসী, পর্তুগীজদের মত বিদেশি বণিকদের সঙ্গে সমান তালে বাঙালি কাজ করে জোরে ব্রিটিশ প্রশাসনে উচ্চ পদে সুনামের সঙ্গে কাজ করে গিয়েছেন বহুদিন। সুভাষ চন্দ্র বসুর মত বাঙালিই পেরেছিলেন বিদেশে গিয়ে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির মত একটি পূর্ণাঙ্গ সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে। আজ সারা পৃথিবীকে যে ইসকন কৃষ্ণ নামে মাতোয়ারা করে

গিয়েছে শুধু তীক্ষ্ণ মেধার জোরে। পরে যখন বাংলার শিক্ষা ব্রিটিশদের সমর্থনে রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি শিক্ষানুরাগীদের হাত ধরে গোঁড়া হিন্দুদের কুঠুরি থেকে আধুনিক ও সার্বজনীন হল তখন আরও বিস্তৃত হল বাঙালির মেধা। দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে তার ছোঁয়া পেল বিদেশিরাও। আইসিএস ও বিলেত ফেরত চিকিৎসকের লাইনে ভিড় ছিল বাঙালির। ভারতীয় দর্শনকে বিদেশে উন্মুক্ত করেছেন স্বামী বিবেকানন্দের মত বাঙালি। ভারতকে প্রথম নোবেল ও জাতীয় সংগীত উপহার দিয়েছেন আর এক বাঙালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতকে তার জাতীয় মন্ত্র শিখিয়েছেন সেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি মেধার তুলছে তার স্রষ্টাও এক বাঙালি অভয়চরণ দে যিনি এখন স্বামী প্রভুপাদ নামে খ্যাত। বর্তমান পৃথিবীর চালিকাশক্তি ইন্টারনেটের তরঙ্গ যিনি মানুষকে চিনিয়েছেন তিনি আর এক বাঙালি জগদীশ চন্দ্র বসু। ইদানিংকালে ক্রিকেট বিশ্বে ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসাবে সৌরভ গাঙ্গুলীর মেধার কথা কে না জানে। এছাড়াও আরও হাজার হাজার বাঙালির কীর্তি ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্ব জুড়ে। সব নাম উল্লেখ করলে হাজার বইতেও তা কুলোবে না।

এত গৌরাবান্বিত যে বাঙালি মেধা স্বাধীনতার পর থেকে রাজনীতির ধাক্কা খেতে খেতে সেই আজ প্রায় বেসামাল। এরপর তিনের পাতায়

তৃণমূলের অন্দরে বাড়বে সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি, তার আগেই পঞ্চায়েতে কে টিকিট পাবে সেই নিয়ে তৃণমূলের অন্তর্কলহে প্রাণ গেল দুজনের। বলা ভালো তৃণমূলের হাতে খুন হল তৃণমূলীর। আমরা এর আগেও লিখেছিলাম ভোট যত কাছে আসবে ততই তৃণমূলের অন্দরে সংঘর্ষ বাড়বে। সেই পূর্বাভাসই মিলতে চলেছে। পুলিশ সূত্রের খরব নিহতরা হলেন ফইজুর রহমান (৬২) এবং মহামদ হাসু (৫৫)। তাঁদের বাড়ি চোপড়া থানার দিঘাবানা বস্তি এলাকায়। বুথ স্তরে কে পঞ্চায়েতে প্রার্থী হবে সেই বিষয় নিয়ে সভা ছিল। দুটি আসনে চার জনের নামও ঠিক হয়। কিন্তু অন্যগোষ্ঠী তা

মানতে পারেননি। তাই সভার শেষে বাড়ি ফেরার পথে বন্দুক নিয়ে অন্য গোষ্ঠী হামলা চালায়।

যদিও দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জী কিছুদিন আগেই সভায় জানিয়েছিলেন, প্রার্থী বাছবেন না। আমিই প্রার্থী ঠিক করব। কিন্তু বুথ স্তরের নেতারা নেত্রীর সেই ঘোষণাকে আমল না দিয়ে প্রার্থী ঠিক করতে গেলেন কেন? উঠছে এই প্রশ্ন। তাহলে কি দলের শৃঙ্খলা তলানিতে ঠেকেছে?

সূত্রের খবর রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের কে প্রার্থী হবে, সে নিয়ে দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে। তৃণমূল এখন তৃণমূলেরই প্রতিচ্ছবি। ভোটে দাঁড়ালে জিতবেন কি হারবেন, সে সব ব্যাপার কান দিতে নারাজ। শাসকদলের নেতারা ভাবছেন টিকিট পেলেই কেল্লা ফতে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং, ভাঙড়, সাতগাছিয়া, বজবজ, বারুইপুর, বিষ্ণুপুর এলাকায় তৃণমূলের অন্দরে গোষ্ঠী কোন্দল ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। যদিও তৃণমূলের উর্ধ্বতন নেতৃত্ব বলছেন, প্রার্থী বাছাইয়ের ব্যাপার কেউ ভাববেন না, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী বিষয়টি দেখবেন। কিন্তু নিচুর তলায় যে যার মতো ঘুঁটি সাজাচ্ছেন। গোয়েন্দা সূত্রের খবর ভোট যত এগিয়ে আসবে তৃণমূলের অন্দরে সংঘর্ষ বাড়বে এবং প্রাণহানির আশঙ্কা আছে।

জঙ্গলে জেরবার ভোট বয়কটের ডাক বারাসতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণার সদর শহর বারাসত। সেই সদর শহর বারাসত পুরসভার অশনি মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরবর্তী বোর্ড গঠনের এক বছর কাটতে না কাটতেই পুরসভার

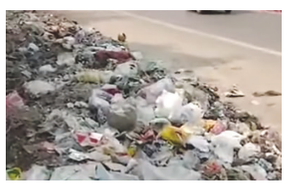

কাজে খুশি না হয়ে ভোট বয়কটের কথা শোনা যাচ্ছে বারাসতবাসীর মুখে। কি এমন হল, যাতে পুরসভার কাজে তিতিবিরক্ত হয়ে মোহভঙ্গ হচ্ছে বারাসতবাসীর? বলতে শোনা যাচ্ছে ভোট বয়কটের কথা? প্রসঙ্গত বারাসত হাসপাতাল লাগোয়া পাঁচিলে দীর্ঘদিন ধরে জঞ্জাল জমা করছে পুরকর্মীরা। যার জন্যে দুর্গন্ধে টিকতে পারছেন না আশপাশের বাসিন্দারা। এ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে কোনও প্রতিকার না পেয়ে তারা বলছেন, আগামী দিনে তারা ভোট বয়কটের পথে যাবেন।

স্থানীয় বাসিন্দা স্নিগ্ধা সরকার বলেন, 'অটোয় করে অশীতিপর এক বৃদ্ধা এখানে নামতে তার পা গিয়ে পড়ে পচা জঞ্জালের মধ্যে। সেই বৃদ্ধাকে সেখান থেকে টেনে আনতে রীতিমতো নাজেহাল হতে হয়। শুধু তাই নয়, হাসপাতালের পার্শ্ববর্তী এই এলাকায় নানারকম অসামাজিক কাজ হয়। প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি।' সুতপা মজুমদার নামে আর এক বাসিন্দা বলেন, 'এখানের প্রত্যেক বাসিন্দাই দুর্ভোগের শিকার। তবে সামনে এসে প্রতিবাদ জানাতে অনেকেই দ্বিধান্বিত হন।

এরপর তিনের পাতায়

আমতলা বাস টার্মিনাসের উদ্বোধনে যানজট কমবে

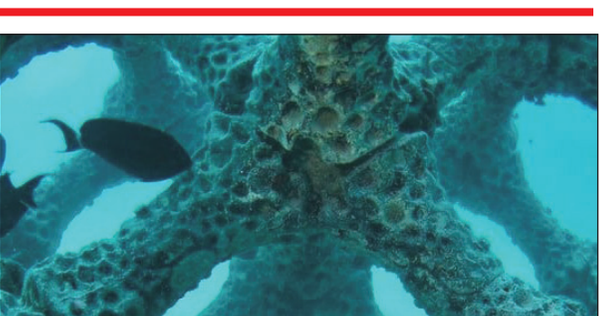

কুনাল মালিক : গত ৩১ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গেটওয়ে আমতলায় পরিবহন দপ্তরের আর্থিক বরাদ্দে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী ভার্চুয়ালি আমতলা বাস টার্মিনাসের উদ্বোধন করলেন। উপস্থিত ছিলেন পরিবহনমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ, জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, অতিরিক্ত জেলাশাসক শঙ্খ সাঁতরা, বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর, সওকত মোল্লা প্রমুখ। পরিবহন দপ্তর এই টার্মিনাসের জন্য ৯ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। এই টার্মিনাসে ১৯টি বাস এক সঙ্গে থাকতে পারবে। যাত্রীদের জন্য বসার জায়গা, শৌচালয় এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকছে। আগামী দিনে অটো, টোটো ও ম্যাজিক গাড়ি গুলোকে রাখার ব্যবস্থা করা হবে। প্রসঙ্গত আমতলায় প্রতিদিন যানজটে মানুষ নাকাল হন। কিছুটা হলেও যানজট কমবে। রাষ্ট্র মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল বলেন, আমতলার যানজট কমাতে একটি বাইপাশ রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। সেটা দ্রুত শেষ করা হবে। পরবর্তী সময়ে বুড়ুল, উস্থি রায়দিঘিতে বাস টার্মিনাসের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এই বাস টার্মিনাস উদ্বোধনের পর বিষ্ণুপুর–১ ও ২, বজবজ–২, বারুইপুর সহ সাতগাছিয়া বিধানসভার মানুষ উপকৃত হবে। এদিন দুটি বাস রুটের উদ্বোধনও হয়। মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, এই বাস টার্মিনাসকে নিজের ভেবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

লিঙ্ক আর জরিমানার হ্যাপায় জেরবার মানুষ, পাশে নেই কেউ

দেবাশিস রায়

সভ্য সমাজে বেঁচে থাকতে হলে খাওয়া পরাটাই দস্তুর।কিন্তু, এখন এখানেই থেমে থাকলে আর চলবে না।দেশে টিকে থাকতে হলে নাকি প্রতিটি মুহূর্তে সপরিবারে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে এবং যার জন্য প্রয়োজন সরকারি একাধিক রক্ষা কবচ।এখন শুধুমাত্র স্থায়ী বসবাসের তথা ঠিকানার দলিল দস্তাবেজ থাকলেই হবে না।সেইসঙ্গে ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, প্যান কার্ড, আধার কার্ড, করোনা টিকা সংশাপত্র ইত্যাদি ইত্যাদি আছে কিনা এটাও ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 'না!না! এইখানেই শেষ নয়। এ যেন 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ!' একের পর এক নথিপত্রের আবির্ভাবের পর এখন

নাগরিকদের ওই সব একাধিক নথিপত্রের একে অপরের সঙ্গে 'লিঙ্ক' করানোর কড়া নির্দেশ এসেছে।অন্যথায় নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেই সভ্য দেশের নাগরিকদের নানাবিধ হয়রানিতে নাকানিচুবানি খাওয়ার পাশাপাশি মোটা অঙ্কের আর্থিক জরিমানার ভ্রূকুটিও রয়েছে।

আগে কোনওরকম আর্থিক জরিমানা ছাড়াই প্যান–আধার কার্ড লিঙ্ক করা যেত। তারপর এক্ষেত্রে ৫০০ টাকা জরিমানা ধার্য্য হচ্ছিল। এবার জরিমানার পরিমান দ্বিগুণ অর্থাৎ ১০০০ টাকা। একটা বিষয় লক্ষ্যণীয়, যখন বিনামূল্যে প্যান–আধার কার্ড লিঙ্ক করানোর কাজ চলছিল তখন প্রশাসনের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে এবিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচার তেমনভাবে নজর কাড়েনি। ফলে বহু মানুষের কাছেই পৌঁছায়নি বার্তা। আয়কর দফতরও কার্যত নীরব থেকেছে সার্বজনীন প্রচারের ক্ষেত্রে। ফলে এই লিঙ্কের বাইরেই থেকে গিয়েছে অধিকাংশ মানুষ। তারপরেও প্রশাসন সহ রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে এবিষয়ে জনগণকে সচেতন করার মতো কোনও দায়বদ্ধতা ছিল না বললেই চলে।এরপর তিনের পাতায়

সমুদ্র ও নদীতে মৎস্য প্রজনন বৃদ্ধির জন্য

তৈরি করা হবে কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীর

অরিজিৎ মন্ডল

রাজ্যের প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের জন্য সুখবর। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম সমুদ্র ও নদীতে মৎস্য প্রজনন বৃদ্ধির জন্য রাজ্য মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে নদী ও সমুদ্রে তৈরি করা হবে কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীর। এর ফলেই নদী ও সমুদ্রতে মাছের প্রজনন বৃদ্ধি পাবে। যার জেরে মৎস্যজীবীদের জালে উঠবে প্রচুর মাছ দুর্দশা কাটবে মৎস্যজীবীদের এমনটাই জানালেন ডায়মন্ডহারবার সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) পিয়াল সর্দার।

মূলত, প্রধানমন্ত্রী মৎস্যসম্পদ যোজনার ১১ কোটি টাকা ব্যায়ে রাজ্যে প্রথম কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীর তৈরি করার উদ্যোগ রাজ্য মৎস্য দপ্তরের। সামুদ্রিক মৎস্য প্রজনন বৃদ্ধিতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তামিলনাড়ুর পর পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীরের কাজ শুরু করা হবে যার মধ্যে ডায়মন্ড হারবার রেঞ্জের ৩০ টি জায়গা শনাক্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) পিয়াল সর্দার সাংবাদিক সম্মেলন করে কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীর প্রকল্পের কথা জানান।

তিনি বলেন, সমুদ্র ও নদীতে মাছ ধরার সময় অবৈধভাবে বিভিন্ন রকমের নিষিদ্ধ জাল ব্যবহারের ফলে সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি হচ্ছে যার ফলে মৎস্যজীবীদের জালে সেভাবে মাছ পড়ছে না।অনুকূল পরিবেশ না থাকায় আন্তর্জাতিক জল সীমানা পেরিয়ে মাছ চলে যাচ্ছে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে।

তাই এবার মাছেদের উপযোগী বাস্তু তন্ত্র তৈরি করতে কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীর তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আর এই কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মৎস্যজীবীদেরকেই কাজে লাগানো হবে। যার ফলে মাছেরা কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীরে নিজেদের উপযুক্ত বসবাস করার বাস্তু পাবে এবং সেখানেই প্রজনন বৃদ্ধি পাবে ফলেই মৎস্যজীবীদের জাল ভরে উঠবে মাছ। এর আগে তামিলনাড়ুতে কৃত্রিম প্রবালপ্রাচীর করে উপকৃত হয়েছে সে রাজ্যের মৎস্যজীবীরা। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় প্রায় ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্য মৎস্য দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় এই কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীর তৈরি করা হবে। মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মোট ৭০ টি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীর তৈরি করার জন্য। যার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সমুদ্র ও নদীতে ৩০ টি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে যা বিভিন্ন পরীক্ষার পর এই কাজ শুরু করা হবে। কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীর ৬ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত রাখা হবে এবং সেগুলি নজরদারি চালাবে মৎস্য দপ্তর।

তবে মৎস দপ্তরের এই উদ্যোগে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা অনেকটাই উপকৃত হবে এমনটাই জানিয়েছেন ডায়মন্ডহারবার সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) পিয়াল সর্দার।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ১ এপ্রিল – ৭ এপ্রিল, ২০২৩

গঙ্গায় সুরক্ষা

পতিত উদ্ধারিণী গঙ্গার মাহাত্ম্য আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত একটুও কমেনি। প্রতিদিন অজস্র মানুষ শুধু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান হয়, গ্রাম শহরের প্রাণদায়িনী শক্তি হিসাবে দেশের দশের সমাজ সংস্কৃতির উর্বরতা সাধনে নিরন্তর পুষ্টি জুগিয়ে চলেছে। গঙ্গাহীন ভারত মরুভূমি হয়ে যেত। শ্রদ্ধাবান মানুষকে পূণ্য করে তোলা হল তার প্রধান কারণ তার সামাজিক মূল্যায়ণ ও অবদানের নিরিখে। মূর্তি পুজা, বৃক্ষ পূজা, নদী পূজার অন্যতম এই ধারার নেপথ্যে রয়েছে মানুষের নৈতিক বোধ উদ্বোধনের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক চিন্তা–চেতনার সুসংস্কার জাগরণের প্রয়াস। বৃক্ষ নিধন কিংবা নদী দূষণের বিপক্ষে হাজার প্রচার চালালেও সুফল মিলবে না যদি না প্রজন্মের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা সংরক্ষণের সুসংস্কার চিন্তাচেতনা বাড়ানো যায়।

গঙ্গার সুরক্ষায় নানা প্রকল্প পরিকল্পনা দশকের পর দশক ধরে চলছে। কোথাও সুফল মিলেছে, কোথাও বা ভাঙন চড়া কিংবা জল দূষণের রোজনামচা। এবার গঙ্গা সুরক্ষার ব্যাপারে দ্রুত ভাবনা চিন্তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশেষ করে জলজ প্রাণীর পাশাপাশি গঙ্গায় স্নানার্থী ও প্রতিমা বিসর্জনকারীদের নিরাপত্তার দিকটি বিশেষভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

সম্প্রতি চিনা জালে গঙ্গার ডলফিনদের বিপদ ঘটছে শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশ্যে এসেছে। ডলফিন আল্ট্রা সাউন্ডের মাধ্যমে শিকার সংগ্রহ করে। দেশীয় জাল অপেক্ষাকৃত ভারী এবং ডলফিনের আল্ট্রা সাউন্ড ভেদ করে যেত। চিনা জাল অপেক্ষাকৃত হাল্কা এবং জনপ্রিয়। চিনা জালে গঙ্গার ডলফিন জড়িয়ে যাচ্ছে। প্রাণী সংরক্ষণের প্রথম তালিকায় ডলফিন রয়েছে। অন্যান্য বন্যপ্রাণী অরণ্যে কিংবা পাহাড়, সমুদ্রে নিরাপত্তা পেলেও গঙ্গার ডলফিন ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এ নিয়ে চিন্তা ভাবনার সময় এসেছে।

অন্যদিকে গঙ্গার যে অংশটি পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সেইসব অঞ্চলের ঘাটগুলি বেশির ভাগই বিপজ্জনক। বিসর্জনের সময় প্রায়শই দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়। সম্প্রতি খিদিরপুরের দুই ভাই পারলৌকিক কাজ শেষে জল ভরতে গিয়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে গোয়ালিয়র ঘাট বা জাজেস ঘাটে। ওই ঘাটে সম্প্রতি পলিতোলা হয়েছিল। বেনারসের ঘাটে যেমন লোহার শিকল বেঁধে রাখা আছে স্নানার্থীদের জন্য, বিশেষ করে যারা সাঁতার জানেন না তাঁদের জন্য এমন ব্যবস্থা চালু হোক। গঙ্গা আরতির পাশাপাশি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ রইল যে সব ঘাটে স্নান করা হয় যেখানে সুরক্ষার স্বার্থেই লোহার শিকলের ব্যবস্থা করা হোক। গঙ্গা নদীর সুরক্ষার পাশাপাশি গঙ্গায় সুরক্ষা নিশ্চিত করা হোক।

গঙ্গাকে বলা হয় ভারতের 'লাইফ লাইন'। ভারতীয় সভ্যতা 'গাঙ্গেয় সভ্যতা' বলেই পরিচিত। এই গঙ্গা অগণিত ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী। তার সুখ দুঃখ ভালো মন্দ খাওয়া পরা সবই নির্ভর করে গঙ্গার উপর। তাই গঙ্গায় সুরক্ষা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন গঙ্গার সুরক্ষা। আর তার জন্য চাই প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ ভারতবাসীর শুভ বুদ্ধি। গঙ্গার বুক থেকে শুরু করে তার পাড় এবং ঘাট সবই আজ কলুষিত। মানুষের সভ্যতার গরল প্রতিদিন জমা হচ্ছে গঙ্গার বুকে এই সব ঘাটে ঘাটে। সম্প্রতি গ্রীন ট্রাইবুনালের কড়া নির্দেশে শুরু হয়েছে গঙ্গা শোধনের কাজ। প্রশাসন যেমন গঙ্গাকে তার নগর জীবনের ক্লেদ বইবার খালে পরিণত করেছে তেমনি ভারতবাসী প্রতিদিন সেখানে আহুতি দিচ্ছে আবর্জনা ফেলে। এই ক্লেদ সরানোর কাজ চলছে প্রশাসনিক গতি বেয়ে। শেষ পর্যন্ত গঙ্গার এবং গঙ্গায় সুরক্ষা স্থাপিত হয় কিনা সেটা বলবে ভবিষ্যৎ।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'বৈরাগ্য প্রকরণ'

বাল্মীকি মুনি বললেন, নির্মল চন্দ্রের মত কান্তিমান শ্রীরামচন্দ্র ইত্যকার বিষাদ–বিলাক করে বাকরুদ্ধ রইলেন। বৈরাগ্যবান রামচন্দ্রের এ হেন বিষাদুক্তি এবং তারপর ব্রহ্ম–জিজ্ঞাসায় সভাস্থ সকলে যুগপত রোমাঞ্চিত ও উৎফুল্ল হলেন। রাজ দশরথ, ঋষি বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র মুনি রাজপুত্রগণ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, গবাক্ষের পাশে উপবিষ্ট পুরনারীগণ রুদ্ধবাক হয়ে রামের এই কথা শুনলেন। এমনকি আকাশচারী সিদ্ধ ও বিদ্যাধর, দেবতা সকল, নারদ, ব্যাস, গন্ধর্বাদি সকলে রামের বৈরাগ্য–বাক্যে সাধুবাদ করতে লাগলেন। সকলের অন্তর আনন্দে আন্দোলিত হতে লাগল। ভৃগু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, উদ্দালক, শরলোমা, চ্যবন প্রভৃতি মুনিঋষিগণের উপস্থিতিতে সভা যেন অতি উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জের জ্যোতিঃতে আলোকময় হয়ে উঠল। দেবগণ আকাশ হতে পুষ্পধারা বর্ষণ করলেন। সভাস্থ সকলে পরস্পর অভ্যর্থনা, নমস্কারকুশলাদি বিনিময়ের পর সকলে একমত হয়ে কথোপকথন করতে লাগলেন যে, বিবেকের উদয়ে মনই মনোগতি হয়ে থাকে। শত সহস্র মানুষের মধ্যে এমন বৈরাগ্যেরত উদয় কদাচিত পরিলক্ষিত হয়। শ্রীরামের মত এমন প্রজ্ঞা–দীপ যাঁর অন্তরে প্রদীপ্ত হবে, তিনি মহাপুরুষ পদবাচ্য হবেন। সংসার যে কি বিষম পদার্থ, তা রক্ত–মাংসের তথাকথিত মানুষেরা অবগত নয়। ফলে মোহমুগ্ধতা তাদের অশেষ দুঃখের কারণ সৃষ্টি করে। শ্রীরামের ব্রহ্মজিজ্ঞাসার যথাপূর্বক সদুত্তর প্রদান করাই আশু কর্তব্য।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

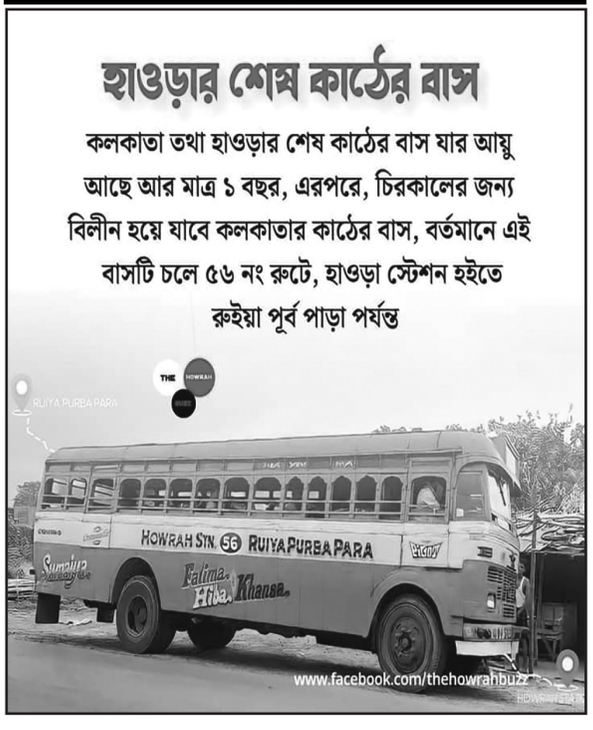

জেল খাটা কয়েদীদের কথা ধরতে নেই

নির্মল গোস্বামী

ষোড়শ শতাব্দীর ঘটনা। ঢাকার সুলতানী জেল থেকে ছাড়া পেল ৮০০ কয়েদী। জেল খাটা আসামীদের তখনকার দিনে পরিবারে ঠাঁই হতো না, সমাজে তো দূর অস্ত। এই ৮০০ আসামীরা যাবে কোথায়? করবে কি? এই চিন্তা সমাজ সংসার সেদিন করেনি। বাংলাদেশে হরিনাম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে যাঁকে নিমাই পাঠিয়েছিলেন সেই নিত্যানন্দ প্রভু তখন আ–চণ্ডালে প্রেম দিয়ে বেড়াচ্ছেন। গৌর হরির নামকে সম্বল করে বাংলার সমাজ সংস্কারের তথা ধর্ম সংস্কারের দুরূহ কাজে আত্ম নিয়োগ করেছেন। এই কাজে তাঁর সঙ্গী হয়েছে আরো ১২ জন ত্যাগী বৈষ্ণব যারা গৌরগত প্রাণ। ইতিহাসে এরা দ্বাদশ গোপাল নামে পরিচিত লাভ করেছেন। বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার পানিহাটের নদীর ধারে বটগাছ তলায় বসল মন্ত্রণাসভা। ঠিক হল এই ৮০০ কয়েদীকে উদ্ধার করতে হবে। কারণ পতিত উদ্ধার করতেই তো গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই ধরাধামে। নিত্যানন্দ প্রভু ঢাকায় গিয়ে ৮০০ কয়েদীকে নিয়ে এলেন এই বাংলায়। তাদের হরিনাম মন্ত্রে অভিসিক্ত করে পঞ্চম বর্ণে ঠাঁই দিলেন। নিতাইয়ের একান্ত অনুগত এক গোপাল উদ্ধারণ দত্তের সহায়তায় সপ্তগ্রাম বন্দর নগরীতে তৈরি হল অনেক ঘর। সেই ঘরে বসবাস করে এই ৮০০ কয়েদী শুরু করলেন নতুন জীবন।

তখনকার দিনে জেল খাটা আসামীদের সমাজে এমন কি পরিবারেও ঠাঁই হতো না। সমাজের এই কঠোরতার জন্যই অপরাধ করতে মানুষ ভয় পেত। এখনকার দিনে জেল থেকে বের হলে মানুষ গলায় মালা পরিয়ে বরণ করে। তবে কী তখনকার দিনে 'জেল' সংশোধনাগারে পরিণত হয়নি। তাই মানুষ সাজা খাটলেই যে পাল্টে যায় তা বিশ্বাস করত না সমাজ। আর এখন সব অপরাধীরা জেলে যায় আর পরিশোধিত হয়ে চোর গুন্ডা, বদমাস, খুনিরা সাধু মহারাজ হয়ে বের হচ্ছে! না কেউ সাধু হয়ে বের হচ্ছে না। উপরন্তু জেলের মধ্যে আরও রথী মহারথীদের সঙ্গে মিশে অপরাধের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরছে। যাই হোক রঙ্গ রসিকতা বাদ দিয়ে আসল যুক্তিতে আসা যাক।

তৎকালীন মানুষ কেন জেলখাটা আসামীদের পরিবারে তথা সমাজে ঠাঁই দিত না? তার কারণ হল, কয়েদ খাটা মানুষের সংখ্যা ছিল বিরল। কাজীর বিচারে অপরাধীদের শাস্তি সঙ্গে সঙ্গে হতো। যারা অত্যন্ত গর্হিত কাজ করত একমাত্র তাদেরই জেলে পোরা হতো। কারাবাস করাটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন লজ্জার, তেমনি পরিবারের ক্ষেত্রেও অপমানজনক। তাই সেই অপমান মাথায় নিয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে বাস করা যেতো না। সমাজও সেটাকে অনুমোদন করত না। তারা জানতেন না যে জেল খাটা আসামীরা আরো বেপরোয়া হয়ে যায়। একজন অপরাধী যতক্ষণ না জেল যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত জেলের ভয় তার মনে কাজ করে। কিন্তু একবার জেল খাটলেই জেলের ভয় ভেঙে যায়। তখন সে অপরাধ করার ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। কারণ জেল কি জিনিস তা তাদের দেখা হয়ে গেছে। তাই জেলের ভয়ে অপরাধ করা থেকে সে পিছিয়ে আসবে না। ফলে তাকে পরিবারে বা সমাজে ঠাঁই দিলে সে আরো বড় অপরাধ ঘটাবে। তাই তাদের সমাজ চ্যুত করা হতো।

কয়েদ খাটা মানুষজন যে আজও সব শোধনাগারে সংশোধন হয় না তার ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। চোর পকেটমার বা গুণ্ডাদের দেখা যায় কিছুদিন জেল খেটে এসে চুপচাপ থাকে, তারপর আবার স্বমূর্তি ধারণ করে। ফলে জেল আর ঘর তার স্বাভাবিক জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। এবার আসা যাক জেল খাটা নেতাদের কথায়। বর্তমানে ডাকসাইটে তৃণমূলের নেতা প্রধান মুখপত্র শ্রীমান কুনাল ঘোষকে দেখে বলা যায় যে জেল খাটা আসামীদের বিশ্বাস করা উচিত নয়। তিনি প্রায় দু বছর জেলে ছিলেন। জেলে থাকাকালীন যখন কোর্টে আনা হতো তখন কুনাল ঘোষ যদি বলার মতো সুযোগ পেতো অমনি বলত সারদা থেকে সবচেয়ে বেশি যিনি লাভবান হয়েছেন তার নাম হল মমতা ব্যানার্জী। উল্লেখ্য থাকে যে কুনাল ঘোষকে কিন্তু ইডি, সিবিআই ধরেনি যে কেন্দ্রীয় এজেন্সি চাপ দিয়ে কথা বলাতো। কুনালকে রাজ্য পুলিশ ধরে ছিল। রাজ্যের বিভিন্ন জেলে ক্ষেপে খেপে থাকতে হয়েছে। রাজ্য পুলিশ নিশ্চয়ই জোর করে মমতা ব্যানার্জীর নামে কুৎসা করতে চাপ দিত না। ফলে কুনাল যা বলত সবটা চোখে দেখা প্রত্যক্ষ দর্শীর অভিজ্ঞতার কথাই বলত। কারণ জেলে যাবার আগে তিনি মমতাদেবীর আস্থাভাজনদের পংক্তিতে সামিল ছিলেন। জেল বন্দি কুনালের কথা শুনে যে মানুষরা ভেবেছিল যে বেচারি কুনাল এতো দিনে সব সত্য কথা বলছে। আর বলবেই না কেন? মৃত্যুর সময় মানুষ যেমন মিথ্যা কথা বলতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে যিনি জেল খাটতে তার আর ভয় কি? তাই সব সত্য মানুষের সামনে প্রকাশ করে দিচ্ছে। একজন প্রকৃত জননেতার মতো ভুল করে বেচারী ভুল বুঝতে পেরেছে। তাই নিজেকে সংশোধন করে নিচ্ছে। কিন্তু বোকা মানুষগুলোর ভুল ভাঙতে বেশি সময় লাগল না। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই দেবী জ্ঞানে মমতা বন্দনা এবং তৃণমূল সেবার পথটি ধরে নিল মুক্তির উপায় হিসাবে। তাহলেই বোঝা গেল জেল বন্দি আসামীদের কথায় কান দিতে নেই।

আর এক মোটা সোটা খুব ভারী নেতার ৮ মাস জেলে থাকার পর মনে পড়েছে তার কাছে কিছু বিরেধী নেতা এসেছিল চাকরির উমেদারী করতে। তিনি নাকি পত্রপাঠ তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। খুব ভাল কথা। উমেদারী করাতে দোষ কোথায়? এমন তো হতে পারে যে মন্ত্রীকে ফাঁসাতেই তারা এসে ছিল। মন্ত্রী তাদের ফিরিয়ে দিয়ে ভাল কাজ করেছে। এই ঘটনাকে তার চরিত্রের শংসাপত্র হিসাবে চালাতে চাইছে। কিন্তু ঘটনার প্রমাণ কোথায়? তিনি নাকি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির। তাই ৫ বার এমএলএ হয়েছেন। মুস্কিল হল যে সব নেতার নাম নিয়েছেন, তাদের মধ্যে একজনের তখনও রাজনীতির রঙ্গ মঞ্চে পদার্পনই ঘটেনি। দেখা গেল জেলবন্দির কথার সত্যই কোন মূল্য নেই। যা হাতে নাতে ধরা পড়ল। বান্ধবীর ঘর থেকে ৫০ কোটি নগদ আর ৫ কোটির সোনা সে সম্বন্ধে পার্থবাবু নাকি কিছুই জানেন না। আচ্ছা বলুন তো কোন বঙ্গবাসী কী এই কথা বিশ্বাস করবে?

সুতরাং জেলবন্দীদের নিয়ে নাচানাচি করা মিডিয়া কুল কি এবার একটু বিরত থাকবে? আগেকার দিনের মতো আসামীদের সম্পর্কে উদাসীন থাকলেই আসামীরা মরমে আঘাত পাবে। তা না হলে তারা ভাববে যে আমার দাম এতোটুকু কমেনি। জেলে যাওয়ার পর বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে তা বেড়েছে। জেল খাটা নেতাদের মানা নয় অবজ্ঞা করলেই তারা বুঝতে পারবে তাদের অপরাধের গুরুত্ব। রাষ্ট্রের আইনি সাজার থেকে সামাজিক সাজা মানুষের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সমাজ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। সামাজিক সিদ্ধান্তই সমাজকে কলুষ মুক্ত করতে পারে।

পঞ্চায়েতে রঙের সন্ধান, কীসের ইঙ্গিত

কমিশন সহ রাজনৈতিক দল গুলির প্রস্তুতি দেখে মনে হচ্ছে আজ না হয় কাল পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে চলেছে। রাজ্য বিধানসভা বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারি কেন্দ্রীয় বাহিনী সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে তারা এখনই পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপ করতে রাজি নয়। অর্থাৎ আইনি বাধাও অনেকটা কেটে গিয়েছে। শুধু একটাই দেখার নির্বাচনের আগে দুর্নীতি অভিযোগে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে যাওয়া শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের কতোটা সজীব রাখতে পারছে। তবে সে চেষ্টা শুরু হয়েছে। একেবারে নেতিয়ে পড়া, চুপসে যাওয়া কর্মীদের তাজা করতে মাঠে নেমেছেন খোদ তৃণমূল নেত্রী মিটিং করছেন মাঠে নেমে ধর্ণায় বসছেন কারণ কর্মীরা যেন দমে না গিয়ে দুর্নীতির অভিযোগের বিরুদ্ধে শিড়দাঁড়া সোজা করে লড়তে পারেন। সেকথা মুখেও বলে দিয়েছেন নেত্রী। যতই বিরোধী চোর চোর বলুক না কেন, সোজা হয়ে লড়তে হবে। অর্থাৎ এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্ন। আর একটা কারণেও নির্বাচন খুব জরুরি পঞ্চায়েতে প্রতিনিধি নির্বাচিত না হলে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পাওয়ার ক্ষেত্র অসুবিধা হয়। তাই মানুষের কাছে উন্নয়ন পৌঁছে দিতে আজ আর পঞ্চায়েতের কোনও বিকল্প নেই। যদি থাকত তা হলে পুরসভার নির্বাচনের মতো পঞ্চায়েত নির্বাচনও ঝুলে থাকত দিনের পর দিন।

অবশ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন কথাটা শুনলেই ২০১৮ সালের ভয়ংকর দিনগুলের কথা মনে পড়ে যায় বঙ্গবাসীর। বিডিও, এসডিও এমন কি ডিএম অফিসও ছাড় পায়নি সন্ত্রাসের কবল থেকে। এবারে শাসকদলের নেত্রী থেকে নেতা সবাই আশ্বাস দিচ্ছেন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হবে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন কিন্তু তাতেও সংশয় কাটছে না । এই সংশয়ে ঘৃতাহুতি দিয়েছে এ রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর। জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিকদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক পরিচয়। অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এখন কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি তা জানাতে হবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সুনির্দিষ্ট রিপোর্ট আকারে। এই অদ্ভুত নির্দেশিকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে প্রশাসনিক মহলে। কে কোন দল থেকে নির্বাচিত হয়েছে তা সকলের কাছেই পরিষ্কার। তার জন্য রিপোর্টের কি প্রয়োজন তা বুঝতে পারছেন না কেউই।

রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা আসলে শাসক দল ২০১৮–এর ডামাডোলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে সংশয়ে ভুগছে। তাদের দলের নামে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়া নির্বাচিতরা আদৌ তাদের দলের অনুগত কিনা সেটাই বার করতে চায় শাসক দল। তাদের সংশয় সেদিন যারা তৃণমূল বলে নির্বাচিত হয়েছিল আজ হয়তো তারা অনেকেই অন্য দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছেন। জেলা প্রশাসনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নির্বাচিতদের প্রকৃত রঙ চিনিয়ে দেওয়া। তৃণমূল সুপ্রিমো কালীঘাটের বৈঠকে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি নিজেই এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রার্থী ঠিক করবেন। সেই কাজে সঠিক দিশা দেখাবে সরকারি এই রিপোর্ট। এই রিপোর্টের মাধ্যমে তিন বুঝতে পারবেন নামে তৃণমূল হলেও কোন দলের অনুগত। রাজনৈতিক মহল আরও মনে করছে এই নির্দেশ বলে দিচ্ছে গ্রাম স্তরে শাসক দলের কাছে সঠিক খবরা খবর এনে দিতে পারছে না প্রশাসন। আইবি–র নামে প্রশাসনের তথ্যানুসন্ধানীরা ব্যর্থ হচ্ছেন খবর জোগাড়ে। নিচু তলায় শাসক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বও প্রমাণ করছে এই গাফিলতির। ফলে একেবারে সরকারি নির্দেশিকা জারি করে চিনতে হচ্ছে নির্বাচিতদের রঙ। এও এক ভয়ংকর খেলা। রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্ব কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

রাজনীতির পটে

দেশ দেশান্তরে

রাজরোষ ও ছোট্ট মাশা

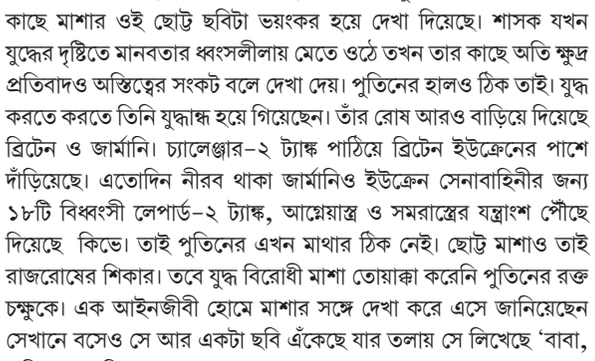

প্রণব গুহ

পৃথিবীর বহু দেশে রাজতন্ত্র অবলুপ্ত। কোথাও কোথাও আবার গণতন্ত্র ছাপিয়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছে সমাজতন্ত্র। কিন্তু যেখানে যাই হোক না কেন রাজরোষ কিন্তু বজায় আছে সর্বত্র। শাসকের বিরুদ্ধের কোনও অভিব্যক্তি রাজরোষ থেকে মুক্তি পায় না। সে ধনী–গরিব, ছোট–বড়ো যেই হোক না কেন।

রাশিয়াতেও মহা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সমাজতন্ত্রের। সে সমাজতন্ত্র যে নির্ভেজাল ছিল না তা প্রমাণিত হয় দেশ জুড়ে সমাজতন্ত্রের কাণ্ডারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদের ভাষায়। সেখানে সমাজতন্ত্র ধ্বসে গিয়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছে একদলীয় শাসনের। আর সেই শাসনকেই এখন সদর্পে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন সেখানকার প্রেসিডেন্ট ও কম্যুনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতা ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি এখন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ব্যস্ত। আর সেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে কারোর দ্বিমত হওয়ার ক্ষমতা নেই। সে অধিকার তিনি কেড়ে নিয়েছেন। ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর পরেই রাশিয়া নতুন আইন জারি করে জানায় কেউ সেনাবাহিনীর মান হানি করলে ১৫ বছর পর্যন্ত জেলের ঘানি টানতে হবে। শুধু আইন জারি নয় হাতে কলমে তা করেও দেখালেন পুতিন।

রাশিয়ার ইয়েফ্রেমভ শহরের বাসিন্দা ১২ বছর বয়সের ছোট্ট মাশা তার স্কুলের আঁকার খাতায় এঁকেছিল ইউক্রেনের এক মা মেয়ের ওপরে বৃষ্টির মতো ধেয়ে আসছে ক্ষেপনাস্ত্র। ব্যস্! পুতিনের মাথার পোকা নড়ে উঠেছে। মাশার পরিবারের ওপর শুরু হয় নজরদারি। শেষ পর্যন্ত মেয়েকে উসকানি দেওয়ার অভিযোগে রুশ সেনাবাহিনীর মানহানির দায়ে দু বছরের নির্বাসনের সাজা হয়েছে মাশার বাবা অ্যালেক্সি মস্কালইয়োভের। আর ছোট্ট মাশাকে পাঠানো হয়েছে সরকারি হোমে। অর্থাৎ পুতিনের মতো শাসকের কাছে মাশার ওই ছোট্ট ছবিটা ভয়ংকর হয়ে দেখা দিয়েছে। শাসক যখন যুদ্ধের দৃষ্টিতে মানবতার ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে তখন তার কাছে অতি ক্ষুদ্র প্রতিবাদও অস্তিত্বের সংকট বলে দেখা দেয়। পুতিনের হালও ঠিক তাই। যুদ্ধ করতে করতে তিনি যুদ্ধান্ধ হয়ে গিয়েছেন। তাঁর রোষ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ব্রিটেন ও জার্মানি। চ্যালেঞ্জার–২ ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে ব্রিটেন ইউক্রেনের পাশে দাঁড়িয়েছে। এতোদিন নীরব থাকা জার্মানিও ইউক্রেন সেনাবাহিনীর জন্য ১৮টি বিধ্বংসী লেপার্ড–২ ট্যাঙ্ক, আগ্নেয়াস্ত্র ও সমরাস্ত্রের যন্ত্রাংশ পৌঁছে দিয়েছে কিভে। তাই পুতিনের এখন মাথার ঠিক নেই। ছোট্ট মাশাও তাই রাজরোষের শিকার। তবে যুদ্ধ বিরোধী মাশা তোয়াক্কা করেনি পুতিনের রক্ত চক্ষুকে। এক আইনজীবী হোমে মাশার সঙ্গে দেখা করে এসে জানিয়েছেন সেখানে বসেও সে আর একটা ছবি এঁকেছে যার তলায় সে লিখেছে 'বাবা, তুমি আমার হিরো।'

পুতিনের এই আচরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নয় যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানবসার পক্ষে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ এর আগে রাজরোষের শিকার হয়েছেন। তারা বার্তা দিয়ে গিয়েছেন রাজরোষ যতই ভয়ঙ্কর হোক না কেন শেষ পর্যন্ত জয় হয় মানবতারই। সনাতন ধর্মের পুরান, মহাকাব্য, বেদ বেদান্ত ঠিক এই কথাই বলে। একবার যুদ্ধের দ্বারা অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে শুভ শক্তি স্থাপিত করার পর তাকে সংঘর্ষে রক্তাক্ত করা অন্যায়। একথা বিশ্বের শাসক থেকে শুরু করে বুদ্ধিমান শিক্ষিত মানুষজন জানেন না তা নয়, কিন্তু সব জ্ঞান গম্যি পরাজিত হয় পার্থিব লোভের কাছে। এতো উন্নতি করলেও পৃথিবীতে এই ধারা আজও চলছে।

সেই জন্যই তো দেশে দেশে শাসক থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবি আজও সোচ্চার নয় যুদ্ধের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে, এই বাংলার যে সব বুদ্ধিজীবী একসময় নিজেদের প্রতিশীল মানবতাবাদী বলে প্রমাণ করতেন। তারাও আজ ছোট্ট মাশার সমর্থনে পথে নামেন না। শাসকের পিঠ চুলকিয়ে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। ভারতবর্ষে যারা এখন বাক্ স্বাধীনতার সমর্থনে গলা ফাটাচ্ছেন তারা একবার রাশিয়ার দিকে চেয়ে দেখুন, ভাবুন ছোট্ট মাশা আর তার ববার কথা। এখনও কি তাদের যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সময় হয়নি? সারা পৃথিবী কি এখনও নিজেদের কূটনৈতিক সুবিধার আশায় চুপ করে থাকবে। লক্ষ লক্ষ ইউক্রেনবাসীর জন্য কি মানবতা বরাদ্দ নেই। একসময় যুদ্ধ নয় শান্তি চাই বলে সোচ্চার হতো রাজপথ, এখন সেই মিছিলকারীরা কোথায়? তারা কি ঘুমিয়ে পড়েছে।

পাঠকের কলম

পার্কিং–এ জেরবার কলকাতা

উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র একই চিত্র। ৪০ ফুট রাস্তার দুধার জুড়ে পার্কিং। রাজপথ পরিণত ছোট গলিতে। তার ওপর ভাঙাচোড়া ফুটপাথে চলা দায়। বিশেষ করে নতুন ফুটপাতগুলির উচ্চতা এতো বেশি যে প্রবীণ নাগরিকদের কাছে সিঁড়ির ধাপের মতো। মাঝে মাঝে যে হুমড়ি খাচ্ছে না তা নয়। তবে পুরসভা চলেছে তার নিজের ছন্দে। নাগরিকদের সুবিধা অসুবিধা তাদের কাছে গৌণ। তারা বড়ো বড়ো বিষয়ে নজর দিলেও নাগরিকদের ছোটখাটো যন্ত্রণা মেটাবার দায় নেই তাদের। ফলে কলকাতাবাসীকে পার্কিং আর ভাঙাচোরা ফুটপাত নিয়ে চালাতে হচ্ছে দৈনন্দিন জীবন। গ্যারেজ না থাকা সত্ত্বেও যারা গাড়ি কিনে রাস্তার ওপরে রেখে নাগরিকদের অসুবিধা সৃষ্টি করছেন তাদের থেকে পয়সা নিচ্ছে কারা? সে পয়সা যদি বৈধও হয় তাহলেও কি নাগরিক অসুবিধা দূর হলো বলে ধরে নেওয়া যায়। ফাইন বা জরিমানা কি কোনও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে। এর ওপর তো ফুটপাত রাস্তা দখল রয়েছেই। নাগরিকদের রাস্তায় চলার অধিকার খর্ব করতে কিছু মানুষ সব সময় এগিয়ে থাকেন। তাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি হয় কারণ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার কেউ নেই। নাগরিকরাও ভয়ে জড়োসড়ো কারণ এই সব রাস্তা দখলকারীরা নিশ্চয়ই কোনও না কোনও নেতাদের ছত্রচ্ছায়ায় বেড়ে উঠছে, লালিত পালিত হচ্ছেন। তাই মুখ বুজে যন্ত্রণা কাতর জীবন ধারণ ছাড়া এ মহানগরে আর কোনও বিকল্প নেই। পৌরসভার পথ বিভাগ যদি এ ব্যাপারে নজর দেয় তাহলে বিশেষ উপকৃত হবে কলকাতাবাসী।

কলকাতার নাকি একজন শেরিফ আছেন। তিনি কখন কিভাবে নির্বাচিত হন বা তাঁর আদৌ কাজ কি সেকথা কেউ জানে না। ব্রিটিশ আমল থেকে কেউ না কেউ অলঙ্কৃত করে আছেন এই পদটি। কিছু সরকারী সুবিধাও ভোগ করেন তিনি। সেই মহান শেরিফ মহাশয় যদি কলকাতার নাগরিকদের ছোট খাটো সমস্যার দিকে নজর দেন তাহলে হয়তো সদা ব্যস্ত নেতা মন্ত্রী মেয়রদের চাপ কিছুটা কমে। ইদানীং ফুটপাথ দখলদারী মুক্ত করতে হকার সুমারী করেছে পুরসভা তাদের নাকি রাস্তা থেকে হঠিয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট স্থান দেবে ন পুর কর্তারা। তবে এখনও তার কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। নিউ মার্কেট গড়িয়া হাট হাসিবাগান দেখলে আজও বোঝা যে দখলদারীরাই এ শহরে বেশি শক্তিশালী। সব উদ্যোগই শেষ হয় ভোটের পদতলে সমর্পণ করে। এও বোধহয় তাই।

দেবাঞ্জন সাহা, হাজরা রোড

বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের সাংবাদিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্ত বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডঃ

রজতশুভ্র নস্কর গত ২৯ মার্চ তাঁর দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান আগামী ১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত জেলা স্তরের তিনটি যুব সম্বাদ কর্মসূচি পালিত হবে। যার জন্য ফর্ম পুরণের কাজ চলছে। এজন্য জেলার তিনটি এনজিওকে বেছে নেওয়া হবে। ২০৪৭ সালে ভারতবর্ষের ভবিষ্যত কেমন হবে সেই বিষয় নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। ৫০০ জন যুবক–যুবতী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন। দেশাত্মবোধ, চরিত্রগঠন, সেবার মনোভাব নিয়ে আলোচনা হবে। প্রতিটি কর্মসূচির জন্য দপ্তর থেকে কুড়ি হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' সার্থক করতেই এই কর্মসূচি বলে জানান রজতবাবু।

বাঙালির মেধা ঘোর সংকটে

একের পাতার পর

এতকিছু অর্জনের পর বাঙালি পথে পথে বসে রয়েছে নিজেদের মেধার স্বীকৃতির দাবিতে। কারণ টাকার বিনিময়ে অবৈধ পথে মেধার সুযোগ বিক্রি করে দিচ্ছে রাজনীতির কারবারিরা। ৭৫ বছর সরকার চালাবার পর প্রশাসনের চালিকাশক্তি নিজস্ব কর্মীদের মেধার কাটাছেঁড়া শুরু হয়েছে সরকারের অন্দরে। কংগ্রেস আমলে বামেরা অবৈধ নিয়োগের অভিযোগ তুললেও ক্ষমতায় এসে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি তারা। বাম আমলের নিয়োগ দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ নিয়ে সোচ্চার তৃণমূল কংগ্রেস ১২ বছর ক্ষমতায় থাকলেও একটা অনুসন্ধান কমিটিও করে নি। আজ যখন নিজেরা কালিমালিপ্ত তখন কাপুরুষের মত দু একটা কাগজ দেখিয়ে আস্ফালন শুরু করেছে। প্রমাণপত্র নিয়ে আদালতে যাওয়ার সৎ সাহসটুকুও নেই এইসব আস্ফালনকারীদের। দেখেশুনে কেমন যেন আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে বাঙালি মেধার উপর থেকে। যদিও তা মোটেই নয়। বাঙালির মেধা এইসব রাজনীতিকদের দান নয়। এ ভগবানের দান, প্রকৃতির দান। রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরা ক্ষণস্থায়ী, বাঙালির মেধা চিরকালের, তার মৃত্যু নেই। এ পরম্পরায় বেঁচে থাকা সম্পদ। তবে মনে রাখতে হবে সামান্য হলেও সব মেধাতেই কিছু শয়তানের অংশ থাকে। কোনও সময় তারা বলিয়ান হয়ে ওঠে। তাই তার বিনাশের জন্য অপেক্ষা করতেই হয়। বাংলায় এখন সেই অপেক্ষা কাল চলছে। সামনে নিশ্চই দাঁড়িয়ে আছে নতুন ভোর।

ভোট বয়কটের ডাক

একের পাতার পর

আসলে পুর প্রশাসনে বলে কোনও লাভ নেই। তাদের ভাব এমন যেন এখানকার লোকজন কোনও ট্যাক্স দেয়না। পুরসভার গাড়ি আসে সকালবেলা। কিন্তু তাদের বলা হলে তারা বলে, ভেতরে ঢোকা বারণ। তাহলে কি করে ফ্ল্যাটের অনুমোদন দেয় পুরসভা। জঞ্জালের গাড়ি ভেতরে ঢুকবে না। ফ্ল্যাটের ভেতরে জলের লাইন দেয় না। তাহলে ফ্ল্যাট নির্মাণের অনুমোদন বন্ধ করে দিক। ফ্ল্যাটবাসীরাও তো পুরকর দেয়। শুধু ভোটের আগে পুর প্রতিনিধিদের দেখা যায়। ভোটের পরে সবাই বেপাত্তা।' এদিকে জাতীয় সড়কের উপর কি করে ভ্যাট তৈরি হয়? এই প্রশ্ন তুলে স্থানীয় আর এক বাসিন্দা প্রদ্যুৎ কুমার দত্ত বলেন, 'রাস্তার ধারের এই ভ্যাটটা আগে ছোট আকারে ছিল। এখন তা বাড়তে বাড়তে রাস্তার ধারের সিংহভাগই দখল করে নিয়েছে। দুর্গন্ধের জন্য সামনের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা দরজা–জানলা খুলতে পারেন না। এমনকি রাস্তা পারাপার করাও দুষ্কর হয়।' এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট বারাসত পুর পারিষদ সদস্য সৌমেন আচার্য বলেন, 'খুব শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান হবে। বারাসত পুর এলাকায় প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের বসবাস। এই মুহূর্তে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কাজ চলছে। একারণে পুর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় আপতকালীন জঞ্জাল ফেলা হচ্ছে। তবে আশা করি খুব তাড়াতাড়ি আমরা এই দুর্ভোগের সমাধান দিতে পারব।'

ক্যানিংয়ে রামনবমী পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং রামনবমী পুজো কমিটির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার দুপুরে মহা সাড়ম্বরে রামনবমী পুজো অনুষ্ঠিত হয় ক্যানিং রেলওয়ে ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। ৩০তম বর্ষের এই রামনবমী পুজো কমিটির সভাপতি পবিত্র পাত্র জানিয়েছেন, 'প্রভু রামচন্দ্র পৃথিবীর মুক্ত আলো দেখিয়েছেন। মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহা আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আমাদের এই পুজোর আয়োজন।'

নাম পদবি পরিবর্তন

মি মহম্মদ সদাব আলম পুত্রের নাম মহম্মদ আলম আনসারি। ঠিকানা ১/৩ এ্যাঙ্গাস লাইন, চাঁপদানি, পোস্ট– এ্যাঙ্গাস, পি. এস. ভদ্রেশ্বর, জিলা – হুগলি। গত ৩১.১২.২১ চন্দননগর কোর্টে ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিড বলে আমার নাম মহম্মদ আলম আনসারি নামে পরিচিত হইল। ভুলবশতঃ নাম হয়েছে মহম্মদ আলম। উভয় নাম একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ ল'ক্লার্ক
স্টেট কাউন্সিল
শিয়ালদহ আদালত ভবন, ৮ম তল
৯ নং বেলিয়াঘাটা রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৪।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশন, বারাসত ইউনিটের ল'ক্লার্ক। তিনি ল'ক্লার্ক কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত করার জন্য আবেদন করিয়াছেন। তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৯০ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অভিযোগ জানাইবেন।
১) অলোক মণ্ডল।

স্বাঃ– অচিন্ত্য ঘোষ
বারাসত মহকুমা কমিটি
উঃ ২৪ পরগনা

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

মাদুর শিল্প চায় সরকারি সাহায্য

জয়দীপ মৈত্র

বংশ পরম্পরায় আজও মাদুর কাঠি চাষ ও মাদুর তৈরি করে চলেছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের কুশকারী এলাকার পীরপুকুর গ্রামের প্রায় শতাধিক পরিবার। প্রসঙ্গত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী পঞ্চায়েত বংসারী ব্লক এলাকার বিভিন্ন জায়গাতে বিশেষ করে হরিরামপুর, কুশকারী, ধুমশা দীঘি সহ বিভিন্ন গ্রামে বংশপরম্পরাকে প্রাধান্য দিয়ে আজও বংশানুক্রমিক মাদুর শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য এবং তার দ্বারা রোজগারের লক্ষ্যে কুশকারী পীরপুকুর গ্রামের প্রায় শতাধিক দেবনাথ পরিবারের সদস্যরা মাদুর তৈরি করে চলেছেন।

জানা গেছে, এই এলাকার প্রত্যেকটি বাড়ির সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরেই তাদের নিজস্ব জমি বা অন্যের জমি চুক্তিবদ্ধ করে নিয়ে মাদুরকাঠির চাষ করে মাদুর তৈরি করে তা বাজারে বিক্রি করছেন। আর এতেই তাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ হচ্ছে। মাদুর তৈরি করে সেই আয়ের টাকায় সংসার চলে এই এলাকার শতাধিক পরিবারের।

উল্লেখ্য, প্রতিবছর ফাল্গুন চৈত্র মাসে জমিতে মাদুরকাঠির চাষ করা হয় এবং আশ্বিন কার্তিক মাসে সে মাদুর কাঠি জমি থেকে কেটে বাড়িতে তোলা হয়। একবার বছরে জমিতে বীজ বপন করলে তা তিন বছর আর করার প্রয়োজন পড়ে না। সেই বীজেই নতুন মাদুরকাঠি থেকেই তারা মাদুর কেটে মাদুর তৈরি করে বাজারজাত করে বাজারে বিক্রি করবার জন্য প্রস্তুত করে। তারা প্রতিদিন সারাদিনে খেটেখুঁটে প্রায় আট থেকে দশটি মাদুর তৈরি করে। পাইকারি দরে ২০০ থেকে আড়াইশো টাকা হিসেবে বিক্রি করা হয় বিভিন্ন হাটে বাজারে। তবে মাদুর শিল্পীদের অভিযোগ তারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করলেও কোনরকম সরকারি সুযোগ সুবিধা পাননি। এই বিষয়ে মাদুর শিল্পী সুশীল দেবনাথ (৬০) জানান, বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে চলে আসা ব্যবসাকে টিকিয়ে রেখেছি বংশপরম্পরার মধ্যে দিয়ে, তবে দ্রব্যমূল্যর ফলে আমাদের মাদুর তৈরি করা চাষ করা বড় দুষ্কর হয়ে উঠেছে।

কোনোরকম সরকারি সহযোগিতা না পাওয়ায় খুবই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি আমরা। পাশাপাশি এই মাদুর তৈরি করবার জন্য নানারকম রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয়। তার দামও বাড়ছে, লাভ কমছে। কেটে নিয়ে এসে বাড়িতে মাদুর তৈরি করা হয় বিভিন্ন হাটে বাজারে বিক্রি করা হয় পাইকারি দরে তাছাড়াও মাসে প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাজার বা কুড়ি হাজার টাকা লাভ হলেও এই দ্রব্যমূল্যের বাজারে পরিবার নিয়ে খুব কষ্টে দিন গুজরান করতে হয়। সরকার যদি আমাদের মত মাদুর শিল্পীদের দিকে নজর দিত তাহলে খুব উপকৃত হতাম।

ফুটেছে খলসে ফুল

আশার আলো দেখছেন মৌলি'রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বের বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবন। নদীখাঁড়ি, ম্যানগ্রোভ ঘেরা গহীন অরণ্য জঙ্গলের মধ্যে অবাধ বিচরণ করে সুন্দরবনের বিখ্যাত রয়্যালবেঙ্গল টাইগার সহ হরিণ, কুমির, বন্য শূকর সহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী। প্রাণীদের পাশাপাশি রয়েছে আশ্চর্যজনক খলসে ফুল। যা সুন্দরবন ছাড়া বিশ্বের অন্য কোথাও কোন অরণ্যে নেই। এই খলসে ফুলের সুস্বাদু মধু আবার পৃথিবী খ্যাত। এবার সেই খলসে ফুল ফুটতে শুরু করেছে। ভীড় জমাচ্ছে মৌমাছিরাও। গত ২০২০ সালে করোনা আর লকডাউনের জোড়া ফলায় বিধ্বস্ত সমগ্র দেশ তথা পৃথিবী। তার জেরে বনদফতর সুন্দরবন জঙ্গলে মধু সংগ্রহের জন্য অনুমতি দেয়নি। করোনা আর লকডাউন কিছুটা স্বাভাবিক হলে ২০২১ এ মধু সংগ্রহের জন্য মৌলিদেরকে অনুমতি দিয়েছিল বনদফতর। কিন্তু একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় আছড়ে পড়েছিল সুন্দরবনের বুকে। তছনছ করে দিয়েছিল সমগ্র সুন্দরবনকে। নষ্ট হয়ে গিয়েছিল খলসে ফুল গাছ।নষ্ট হয়েছিল মৌচাকও। যার ফলে মধু সংগ্রের জন্য বনদফতরের অনুমতি মিললে ও সে ভাবে মধু মেলেনি সুন্দরবনে।

বনদফতর সুত্রে জানা গিয়েছে গত ২০২১ সালে ৩৫০০ কেজি মধু মিলেছিল।অন্যান্য বছর ১০ থেকে ২০ হাজার কেজি মধু সংগ্রহ হয় সুন্দরবন থেকে।গত ২০২২ এ মিলেছিল ১৫ মেট্রিক টন মধু।

চলতি বছর প্রাকৃতিক আবহাওয়া অত্যন্ত ভালো। জঙ্গলে খলসে ফুলও ফুটেছে প্রচুর। অন্যান্য বছরের ন্যায় মৌমাছিদের আনাগোনা অত্যধিক বেড়েছে। ফলে আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন মৌলি থেকে বনদফতর। তাঁদের আশা চলতি বছর প্রচুর পরিমাণ মধু সংগ্রহ হবে সুন্দরবন থেকে।

সুত্রের খবর সাধারণত এপ্রিল থেকে সুন্দরবন জঙ্গলে মৌলিরা প্রবেশ করে মধু সংগ্রহ করেন ১৫ মে পর্যন্ত। অনুমতি নিয়েই মূলত মৌলিরা সুন্দরবনের বসিরহাট এবং পাখিরালয় থেকে জঙ্গলে প্রবেশ করেন। পরে সেখান থেকে জঙ্গলের মধ্যে ৪–৫ জনের এক একটি দলে বিভক্ত হয়ে মধু আহরণ করেন।

অন্যদিকে চলতি বছর বাঘের আক্রমণে প্রাণহানির সংখ্যা বেড়েছে।বেড়েছে বাঘের আনাগোনাও। আর সেই কারণে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে মৌলিদের প্রাণ হানির ঘটনা ঘটলে বীমার ব্যবস্থা থাকবে বলে সুত্রের খবর।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জাস্টিন জোন্স জানিয়েছেন 'খলসে ফুল ভালো মতো ফুটেছে। ফলে চলতি বছর ২০ হাজার কেজির উপর মধু সংগ্রহ হবে বলে আশা করা যায়।তিনি আরো বলেন আগামী ৬ এপ্রিল থেকে সুন্দরবন জঙ্গলে মধু সংগ্রহের কাজ শুরু হবে।'

জানা গিয়েছে মৌলিদের সংগ্রহ করা মধু নির্দিষ্ট দামে কিনে নেবে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফরেষ্ট কর্পোরেশন। সেই মধু সংশোধন করে প্যাকেজিং হবে। পরে তা 'মৌবন' নামে খোলা বাজারে বিক্রি করবে।

বিদ্যানগরে নাট্যোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : নাটকের প্রতি ভালোবাসা ও পৃষ্ঠপোষকতা এখন ক্রমে ক্রমে গ্রাম বাংলার মাটিতে ছড়িয়ে পড়ছে। গ্রাম–বাংলা থেকে বহু তরুণ তরুণী নাটকের হাতে খড়ি দিয়ে আজ প্রতিষ্ঠিত। শিল্পচর্চার ইতিহাসে এখন আধুনিকতার হাওয়া বইছে। নাটকের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও নিষ্ঠা থেকে নাটকের অভিমুখ শহর ছাড়িয়ে গ্রামেগঞ্জে ঢুকে পড়েছে। বাংলা নাট্য আন্দোলনের শরিক হয়ে

তিন দিনব্যাপী বিরাট নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছে ঠাকুর পুকুর রাজাসাজা নাট্য সংস্থা ও রাজাসাজা বিদ্যানগর শাখা । আগামী ৭, ৮ এবং ৯ এপ্রিল এই তিন দিন নটি জেলার নয়টি নাটক নিয়ে হবে নাটকের মহোৎসব। বিদ্যানগর বিদ্যাভবনের মাঠে নাট্যোৎসবের উদ্বোধন হয় ৭ এপ্রিল, শুক্রবার। শুভ উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকছেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব ও অভিনেতা চন্দন সেন।

অনুষ্ঠানের আয়োজক মন্ডলীর কথায় বর্তমান সমাজে ডিজিটাল দুনিয়ার যুগে থিয়েটার বা গ্রামেগঞ্জে নাটকের চাহিদা একটুও কমেনি। বরং আরও নতুন ভাবে অনুসন্ধানী দর্শক থিয়েটারকে খুঁজে পেতে চাইছে। সে জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে রাজা সাজা নাট্যগোষ্ঠী নাট্য প্রেমী ও থিয়েটার মুখী দর্শকদের কথা ভেবে তিনদিনের এই বিরাট নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছে। এবং ওই দিনগুলিতে উৎসুক মানুষের ভিড় যথেষ্ট পরিমাণে হবে বলে সকলেই আশাবাদী। খুব স্বল্প মূল্যের টিকেটে এই নাটক দেখা যাবে। এলাকাবাসী শুধু নয়, দূরদূরান্তের থেকেও এই নাটক দেখতে বহু নাট্যমোদী মানুষ উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। এলাকার সাহিত্য ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজন আন্তরিক ভাবে এগিয়ে এসে এই উৎসবকে সফল করতে চাইছেন। চারিদিকে যখন বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ছে তখন একমুঠো অক্সিজেনের মতো এই আয়োজন আলাদা করে আশার আলো জোগাবে বলে অনেকের ধারণা।

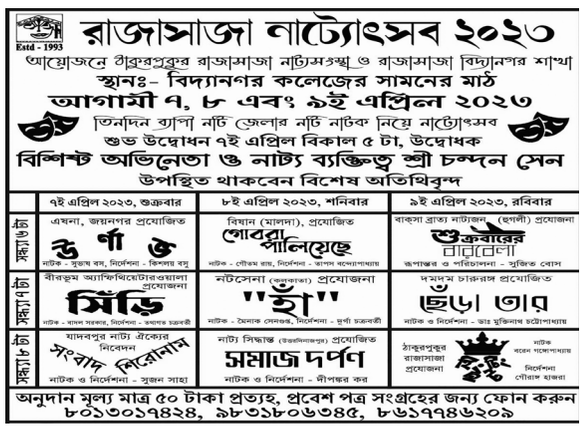

বিষক্রীয়ায় অসুস্থ দেড় শতাধিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগরের পর এবার কুলতলি। খাবারে বিষক্রীয়ায় অসুস্থ বহু।কয়েকদিন আগে জয়নগর থানার রাজাপুর করাবেগ পঞ্চায়েতের বাটরা এলাকায় এক নিমন্ত্রন বাড়িতে খেয়ে দেড় শতাধিক মানুষ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। আর তার রেশ কাটতে না কাটতে এবার কুলতলিতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে খাবারে বিষক্রিয়ার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়লেন দেড় শতাধিক। মৃত্যুও হল এক জনের। তার নাম হাফিজা সর্দার (১১)। ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলির পাখিরালা গ্রামে। পুলিশ, প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,শুক্রবার একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে সকলে খাওয়াদাওয়া করেন। তখনকার মতো কিছু না হলেও ভোরবেলা থেকে একের পর এক গ্রাম। বাসী অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থদের মধ্যে বাচ্চাদের সংখ্যাই বেশি বলে দাবি গ্রামবাসীদের। অসুস্থদের সকলকে জয়নগর কুলতলি ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। এ ব্যাপারে কুলতলি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অয়ন্তিকা মণ্ডল বলেন, মোট ১৫০ জনকে ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ৫ জনকে ভর্তি করানো হয়েছে। ৩০ জনকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ৩ জনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ৫ জন জয়নগরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি আছে। পাখিরালা গ্রামের বাসিন্দারা বলেন, ভোরবেলা থেকেই অসুস্থবোধ করতে থাকেন গ্রামবাসীরা। শিশুদের পায়খানা, বমি শুরু হয়। তার পরই অসুস্থদের ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে অনেককেই নিমপীঠ ও জয়নগর,পদ্মেরহাট হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।এদিকে রবিবার মৃতকিশোরী হাফিজার আত্মীয় আবু বক্কর

সর্দার বলেন ,ভোরে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়ে হাফিজা। প্রথমে স্থানীয় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বারুইপুর নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় তঁর। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে যান কুলতলির বিধায়ক গণেশ মণ্ডল। এদিকে জয়নগরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি থাকা ১টি শিশু সহ ৫ জনের মধ্যে একটি মহিলার অবস্থা স্থিতিশীল।আর এদিন নার্সিং হোমে এসে অসুস্থ দের সাথে দেখা করেন কুলতলির বিডিও বীরেন্দ্র অধিকারী।তবে সমস্ত ঘটনার দিকে নজর রেখেছে প্রশাসন।আর এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন।

ডাকাতির আগেই ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েত ভোটের নিঘন্ট প্রকাশ হলো বলে। আর তাঁর আগেই এলাকার নিরাপত্তা বজায় রাখতে নিয়মিত রুট মার্চ করা হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে। আর এবার পুলিশের জালে ধৃত দুই দুস্কৃতি। ডাকাতির আগেই ধৃত দুই দুস্কৃতি জয়নগর থানার বহড়ু থেকে। বৃহস্পতিবার পাঠানো হলো জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে। বুধবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার এস আই রাজু গুপ্তা সহ পুলিশের বিশেষ টিমের হাতে জয়নগর থানার বহড়ু এলাকা থেকে ডাকাতির আগেই গ্রেফতার করা হয় সাজাহান গাজী অরফে লালটু, বাড়ি বহড়ু হাসিমপুর এলাকায় ও হালিম খান, বাড়ি বহড়ুর দিঘির পাড়। ধৃতদের বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানার পুলিশ।

পাশে নেই কেউ

প্রথম পাতার পর

যখন সরকারের কড়া মনোভাবে ২০২৩ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্যান–আধার লিঙ্কের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হল তখন টনক নড়ল সকলের। প্রবল চাপের মুখে পড়ে ১০০০ টাকা জরিমানা হাতে নিয়েই লিঙ্কের লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছে অগণিত সাধারণ মানুষ। ফলস্বরূপ এক ঝটকায় ফুলে ফেঁপে উঠল সরকারি কোষাগারও। এ যেন ইচ্ছা করে পকেট কাটার ফন্দি যদিও এখন বহু হয়রানির পর প্যান–আধার কার্ড লিঙ্কের চূড়ান্ত সময়সীমা ফের বাড়িয়ে আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত করা হয়েছে। তবে কমেনি জরিমানার পরিমাণ। এদিকে, টানাটানির সংসারে রোজকার হাজারো ঝকমারির মধ্যে এই প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নিত্যই গুচ্ছের নথিপত্র জোগাড়ের পর সেসব সামলানোর ঝক্কি আর 'লিঙ্ক' নামক ঝঞ্ঝাটের হ্যাপায় কার্যত ক্ষোভে ফুঁসছেন ছাপোষা নাগরিকরা। মানুষের এমন আর্থিক কষ্টের কথা সহ নানাবিধ সমস্যাগুলি তুলে ধরে কেন্দ্র সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পথে ইতিবাচক আন্দোলনের পথে হাঁটতে দেখা গেল না কাউকেই।

বছর কয়েক ধরে দেখা যাচ্ছে কখনও রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ড লিঙ্কের বাধ্যতামূলক নির্দেশ তো; কখনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে প্যান ও আধার কার্ডের লিঙ্ক করাতে নির্দেশ জারি হচ্ছে। আবার প্যান–আধার কার্ড লিঙ্কের নির্দেশ পালন না করলে নাগরিকদের একাধিক বিড়ম্বনা তথা সমস্যার মধ্যে পড়ার আশঙ্কা রয়েই যাচ্ছে। এদিকে প্রশাসনিকভাবে বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যেই এই বিড়ম্বনার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নাগরিকরা দিনরাত ছুটছেন ঘরের কাছের বিভিন্ন অনলাইন তথ্য নিবন্ধন কেন্দ্র তথা কম্পিউটার কিয়স্কগুলিতে। তাঁরা সেখানে একরাশ উৎকণ্ঠা আর বিরক্তি নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে সময় নষ্ট করছেন। অবশেষে মোটা অঙ্কের গাঁটের কড়ি খসিয়ে কাজ মিটিয়ে বাড়ি ফিরে আসার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও রুটি জোগাড়ে টান পড়ছে সময়ের।

রাজনীতি আর দুর্নীতি নিয়ে প্রতিদিন আকচা আকচি করলেও লিঙ্কের হয়রানি আর পকেট কাটার উদ্যোগে সবাই নির্লিপ্ত। একটি পরিবারে যদি নূন্যতম তিনটি লিঙ্ক করাতে হয় দিতে হবে ৩০০০ টাকা। এই ভাঙাচোরা রোজগারের বাজারে যা তীব্র যন্ত্রণাময়। সঙ্গে চলে যাচ্ছে মহার্ঘ সময়। এ ব্যাপারে লাল সবুজ গেরুয়া সবাই এক সারিতে। আসলে মানুষের পাশে কেউ নেই, সকলে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণে ব্যস্ত।

রাম নবমীর র‍্যালিতে মানুষের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালী ও বিষ্ণুপুর থানা এলাকায় গত বৃহস্পতিবার রাম নবমী উপলক্ষে দুটি র‍্যালিতে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি এবং উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। দঃ বাওয়ালী ট্রেকার স্ট্যান্ড থেকে র‍্যালি শুরু হয়। ঘোড়ার গাড়িতে জীবন্ত রাম, ট্যাবলোতে মৃন্ময় রাম, হনুমানজীর বিশাল মৃন্ময় মূর্তি ছিল অভূতপূর্ব। ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া বাজছিল। আর ছিল জয় শ্রীরাম ধ্বনি। যুবক–যুবতীদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। র‍্যালি এগিয়ে চলে বিদ্যানগর মঠের দিকে। অন্য দিকে আমতলা থেকে আরও একটি বৃহৎ র‍্যালি আসতে থাকে বিদ্যানগর মঠের দিকে। রাস্তার দুধারে ছিল কৌতুহলী মানুষের ভিড়। রাস্তার ধারে চোখে পড়ছিল শ্রীরাম চন্দ্রের প্রতিকৃতি ও হনুমানজীর গেরুয়া ধ্বজা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বাড়ির মহিলারা জল–বাতাসা নিয়ে বসেছিলেন। র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীদের দেবার জন্য। র‍্যালিতে শাসক দলের অনেক সমর্থক ও সংখ্যালঘু মানুষদের উপস্থিতি ছিল। ডাঃ হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় মৌখালীর কাছে মসজিদ সংলগ্ন স্থান থেকে নামাজের পর র‍্যালিতে আক্রমণ করা হয়। তার প্রতিবাদে শুক্রবার বিষ্ণুপুর থানার সামনে বিজেপির পক্ষ থেকে গণডেপুটেশনের ডাক দেওয়া হয়। ডাঃ হারবার বিজেপির সাংগঠনিক

জেলার সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আগের দিন বলেছিলেন র‍্যালি ঘিরে কোনও অশান্তি হলে তার দায়িত্ব বিজেপির। মুখ্যমন্ত্রীর এই কথায় উৎসাহিত হয়ে একদল দুষ্কৃতি পবিত্র রমজান এবং পবিত্র রামনবমীকে কালিমালিপ্ত করতে র‍্যালিতে হামলা করে। র‍্যালি ভালোভাবে বিদ্যানগর পৌঁছে গিয়েছিল। ফেরার পথে একটি গাড়ি অনিচ্ছাকৃতভাবে একটি দোকানে সামান্য আঘাত করে, তারপরে দুষ্কৃতিরা হামলা করে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে অপরাধীদের শাস্তি দিক। সূত্রের খবর হিন্দু জাগরণ ও হিন্দু সংহতি পরিচালিত রামনবমীর মিছিলে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ ছিলেন। পুলিশি ব্যবস্থাও ছিল আঁটো সাঁটো।

গভীর সমুদ্রে হৃদরোগে মৃত্যু

অমিত মন্ডল : গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল নামখানা ব্লকের ফ্রেজারগঞ্জের উত্তর শিবপুর এলাকার এক মৎস্যজীবীর। মৃত মৎস্যজীবীর নাম দুলাল প্রামানিক। বয়স ৫০ বছর। মৎস্যজীবী সংগঠন এবং পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এফবি রিয়া নামের একটি ট্রলার নিয়ে কয়েকজন মৎস্যজীবী ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দর থেকে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ওই ট্রলারে থাকা দুলাল প্রামানিক নামের এক মৎস্যজীবী হৃদরোগে আক্রান্ত হন। ট্রলারের থাকা মাঝি সহ অন্যান্য মৎস্যজীবীরা দুলালের মাথায় জল ঢালতে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঝ সমুদ্রে বছর পঞ্চাশের মৎস্যজীবী দুলাল প্রামাণিকের মৃত্যু হয়। শুক্রবার সকালে ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্যবন্দরে দুলালের দেহ নিয়ে আসা হয়। ফ্রেজারগঞ্জের উত্তর শিবপুর এলাকার বাসিন্দা দুলাল প্রামানিকের দেহ ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্যবন্দরে আনা হলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে গিয়ে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ মৃত মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।এই ঘটনায় মৃত মৎস্যজীবী দুলাল প্রামাণিকের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

সাগরে অটো দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : অটোর দৌরাত্ম্যে প্রাণ গেল একরত্তি শিশুর। অটো উল্টে মায়ের চোখের সামনে মৃত্যু হল ৬ বছরের শিশুর। ঘটনায় জখম হলেন শিশুর মা। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে সাগরের মিশন মোড়ের কাছে।

দ্রুত গতিতে বাম্পার পার হতে গিয়ে উল্টে যায় অটোটি। স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রবিবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ সাগরের কচুবেড়িয়া ভেসেল ঘাট থেকে চারজন যাত্রী নিয়ে একটি অটো গঙ্গাসাগরের দিকে যাচ্ছিল। গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানা এলাকার মিশন মোড়ের কাছে দ্রুত গতিতে বাম্পার পার হওয়ার সময় অত্যাধিক গতি থাকার কারণে ব্রেক কসার পর উল্টে যায় অটোটি। অটোর ভেতরে থাকা চারজন যাত্রীসহ অটো ড্রাইভার ছিটকে পড়েন। বিকট আওয়াজ পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে সকলকে উদ্ধার করে। ড্রাইভার সহ আরো দুজন যাত্রীর কিছু না হলেও ঘটনায় গুরুতর আহত হয় বছর ৩৫ এর মিঠুরানি জানা নামের বছর পঁয়ত্রিশের এক মহিলা। পাশাপাশি এই ঘটনায় মিঠু রানীর মেয়ে বছর ছয়ের সৌমিলী জানা গুরুতর যখম হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা দুজনকে উদ্ধার করে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে বছর ছয়ের সৌমিলীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ডাক্তারবাবুরা। সৌমিলির মায়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয় তাকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ডায়মন্ডহারবার জেলা হাসপাতালে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় গঙ্গাসাগরের বিষ্ণুপুর এলাকার বাসিন্দা মিঠুরানী জানা। মেয়েকে নিয়ে কাকদ্বীপ থেকে বাড়ি ফিরছিল। কিন্তু অটোর দৌড়াতে রাস্তাতেই প্রাণ গেল একরতি শিশু বছর ছয়েকের সৌমিলির। পুলিশ সৌমিলির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতনদের জন্য কাকদ্বীপ হাসপাতালে মর্গে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি অটোটিকে আটক করে পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার পুলিশ।

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ চলছিল। আচমকা রাতের অন্ধকারে রড দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো নিজের ভাইদের বিরুদ্ধে।ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন সুকদেব খুটিয়া। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার অন্তর্গত ভরতগড় পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ভরতগড় গ্রামে।বর্তমানে জখম সুখদেব খুটিয়া গুরুতর জখম অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার বিষয়ে বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত সুকদেব। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে ৬ নম্বর ভরতগড় গ্রামের বাসিন্দা সুকদেবের সাথে তাঁর পরিবারের নিজের ভাইদের সাথে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ চলছিল।ঘটনার বিষয়ে গ্রাম্য শালিসি এমনকি থানা পুলিশ পর্যন্ত গড়ায়।অভিযোগ বুধবার রাতে খাওয়া–দাওয়া করে ঘুমিয়েছিলেন সুকদেব। রাত আটটা নাগাদ প্রস্রাব করতে ঘরের বাইরে বের হন। অভিযোগ সেই সময় দুলাল, ভজহরি,টুনি ভুতি খুটিয়া'রা লোহার রড দিয়ে মাথায় মারে। রক্তাক্ত অবস্থায় অচৈতন্য হয়ে পড়লে পরিবারে অন্যান্য সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। রাতেই তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। ঘটনার বিষয়ে আক্রান্ত ব্যক্তি বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। অন্যদিকে রাতের অন্ধকার এমন ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

রাখে হরি মারে কে!

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলন্ত ম্যাজিক ভ্যান থেকে পড়ে গুরুতর জখম হলেও বরাত জোরে প্রাণে বেঁচে গেলেন এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে ক্যানিং–গোলাবাড়ি রোডের দুমকী এলাকায়। জখম যাত্রীর নাম হাফিজুল নাইয়া। বাড়ি স্থানীয় পাঙ্গাশখালি এলাকায়। জানা গিয়েছে পেশায় দীনমজুর ওই যুবক কলকাতা থেকে ফিরে বাড়ি ফেরার জন্য একটি ম্যাজিক ভ্যানে চেপে বসেন। এদিন সকালে ম্যাজিক ভ্যানটি যাত্রী নিয়ে যখন ক্যানিং থেকে গোলাবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। ম্যাজিক ভ্যানের ছাদে ছিলেন যাত্রী হাফিজুল নাইয়া সহ অন্যান্যরা। সেই সময় হাফিজুল মোবাইল ফোনে মগ্ন ছিল বলে দাবি অন্যান্য যাত্রীদের। আচমকা দুমকী এলাকায় রাস্তার মধ্যে একটি ছাগল দৌড়ে আসে। ছাগল বাঁচাতে গিয়ে ম্যাজিক ভ্যানের চালক সজোরে ব্রেক কষেন। গাড়ি ছাদ থেকে ঠিকরে রাস্তায় পড়েন যাত্রী হাফিজুল॥ গাড়ির চাকাও উঠে যায় ওই যুবকের দেহের ওপর। গুরুতর জখম হয় ওই যুবক। সুযোগ বুঝে চালক গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে জখম ওই যুবক। অপর এক যাত্রী হরি হালদার দুর্ঘটনা গ্রস্থ জখম যুবককে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে গুরুতর আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যুবক।

ডাইনি অপবাদে হত্যা, গ্রেপ্তার মোড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডাইনি অপবাদে আদিবাসী দম্পতিকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠলো ভ্রমোরকোল গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত নওয়াপাড়া গ্রামে। ২৫ মার্চ বোলপুর মহকুমা আদালতে স্বামী ও স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মৃতরা হলো – পার্বতী হেমব্রম এবং পেনডো হেমব্রম । ময়নাতদন্তের পর দেহ দুটি দাহ করার জন্য নিয়ে আসলে গ্রামবাসীরা দেহ দুটিকে মোড়ল সহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখায়। এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মোড়ল রুবাই বেসরাকে গ্রেপ্তার করে সাইথিয়া থানার পুলিশ। ২৬ মার্চ সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতকে দশদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। নিজেকে মোড়ল বলে মানতে নারাজ সিউড়ি আদালতে অভিযুক্ত রুবাই বেসরা বলেন, সৎকাজ করতে শ্মশান গিয়েছিলাম তখন পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কে মেরেছে জানি না।

অগ্নিনির্বাপক মেশিন নেই বাজি বাজারের অনেক দোকানেই

প্রিয় মুখার্জী : মহেশতলায় বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। কিন্তু এমন একাধিক ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়নি বারুইপুর থানার চম্পাহাটির হাড়াল। ঢাল–তলোয়ারবিহীন নিধিরাম সর্দারের অবস্থা এই বাজি বাজারের। অনেক দোকানেই নেই অগ্নিনির্বাপক মেশিন। আর হাতে গোনা যে ক'টি দোকানে তা রয়েছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই তার পুনর্নবীকরণ পর্যন্ত করেনি। কোনও বিস্ফোরণের ঘটনার পর নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। পুলিস তল্লাশিতে হয় ধরপাকড়। কিন্তু পরিকাঠামো ফেরাতেচম্পাহাটি

হাড়ালে একাধিকবার প্রশাসনিক বৈঠক হলেও কোনও সমস্যার সমাধান হয়নি। এখানকার বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, প্রস্তাবিত দমকল কেন্দ্রের জন্য জমি চিহ্নিত করা হলেও তাও পড়ে রয়েছে। বাজি বাজারের হাল ফেরাতেও দেখা যায় না কোনও প্রশাসনিক তৎপরতা। যদিও বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সর্দার বলেন, দমকল কেন্দ্র নির্মাণ হবে তাড়াতাড়ি। বাজি বাজারেও পরিকাঠামো উন্নত করতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।হাড়ালের বাজি বাজারের উপর নির্ভরশীল সাউথ গড়িয়া, বেগমপুর, চম্পাহাটি, রামনগর ১ পঞ্চায়েত এলাকার কয়েকহাজার মানুষ। এই বাজি বাজারে গত কয়েক বছরে একাধিক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তারপরেও হুঁশ ফেরেনি বাজি ব্যবসায়ীদের। বছরের পর বছর বিপদকে জানা: মাথায় নিয়েই বাজার চলে আসছে।কোনও বিস্ফোরণ হলে, তার তথ্য গোপন করতেই তৎপর হয়ে পড়েন ব্যবসায়ীরা। ২০২২–এ তামিলনাড়ুতে শিবকাশী থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে গ্রিন বাজির লাইসেন্সও পেয়েছেন হাড়ালের ২১ জন ব্যবসায়ী। কিন্তু ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এরপরেও দমকল বিভাগের গাফিলতিতেই ফায়ার লাইসেন্সের পুনর্নবীকরণ করা হয়নি। কাগজপত্র জমা পড়েছে, পরিদর্শনও হয়েছে। কিন্তু লাইসেন্স এখনও রিনিউ হয়নি। হাড়াল থেকে বারুইপুরের দূরত্ব দেড় কিলোমিটার। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, কোনও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলে দমকলের ইঞ্জিন ঢুকতেই সময় লাগে তিন ঘণ্টা। তারপরে জলের কোনও ব্যবস্থা নেই। জল জোগাড় করতেই হিমশিম খেতে হয় দমকলকে। এই সমস্যা সমাধানে ব্যবসায়ীদের তরফে ২০২১ সালে হাড়ালের ভিতর ১০ কাঠা জমি চিহ্নিত হয়েছিল দমকল কেন্দ্র স্থাপনের জন্য।

অবৈধ বালিঘাট বন্ধের দাবিতে স্মারকলিপি গ্রাম বাঁচাও কমিটির

অমিত মন্ডল : অজয় নদে অবৈধ বালিঘাটে বালি তোলা বন্ধ করতে হবে। জলস্তর নেমে যাচ্ছে। অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। স্থায়ী বাঁধ রক্ষা করতে হবে। চারদফা দাবিতে ২২ মার্চ বীরভূম জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিককে স্মারকলিপি দিল সুন্দরপুর, রামকৃষ্ণপুর, তাকোরা, সিধাই, কুড়গ্রাম সহ নানুর ব্লকের ১৩টি গ্রামের অজয় নদ তীরবর্তী গ্রাম বাঁচাও কমিটি। কমিটি সম্পাদক তথা থুরসরা গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান মীরমাখন আলি বলেন, থুরসরা পঞ্চায়েতের বানভাসি সুন্দরপুর গ্রাম সহ অজয় নদ তীরবর্তী তেরোটি গ্রামের বাসিন্দারা এসেছে। থুরসরা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি বাপ্পা চৌধুরী বলেন, ব্লক সভাপতি ঘনিষ্ঠ শেখ আসরাফুল আলম শেখের পুত্র অবৈধ বালিঘাটে বালি তোলে। নেতাদের আশেপাশে থাকলে মদত তো থাকবে। বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, নানুরে আইনের শাসন নেই। তৃণমূল ব্লক সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য যেভাবে কাটমানি খাচ্ছে তাতে অন্য গোষ্ঠী মেনে নিতে পারছে না। শাসন ক্ষমতায় কে থাকবে সেটা নিয়ে লড়াই চলছে। নানুর উত্তপ্ত আছে। প্রশাসনের একটা অংশকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল তোলাবাজি করছে। তৃণমূল তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে।

তিনটি চুরির কিনারা সোনারপুর থানার

সুব্রত মন্ডল : একই দিনে তিনটি চুরির কিনারায় একই দিনে সাত জন আসামিকে গ্রেফতার করলো সোনারপুর থানা। ডাকাতির আগেই পুলিশ খবর পেয়ে তৎপরতার সঙ্গে হাতেনাতে ৪ ডাকাতকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে ডাকাতির একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। আবার অন্য একটি ঘটনায় চুরি যাওয়া গয়না উদ্ধারের পাশাপাশি চোরকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। একই সাথে নাকা চেকিং এর সময় দুই বাইক চোর সহ একটি চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করে সোনারপুর থানা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম ঘটনাটি ঘটে গত বৃহস্পতিবার রাতে।

সোনারপুর পোলঘাট এলাকা থেকে চোরদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনার কয়েক ঘন্টা আগে পুলিশ সোনারপুর ঘটকপুকুর রোডের তে–মাথায় নাকা চেকিং করার সময় একটি বাইককে আটকায়। দুই বাইক আরোহী গাড়ির কোন কাগজপত্র দেখাতে পারেনি, গাড়ির মালিকের নামের সঙ্গে তাদের নামেরও মিল ছিল না। ধৃতরা জেরায় স্বীকার করে তারা বাইকটি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। আরো একটি ঘটনায় কয়েকদিন আগে সোনারপুর নওপাড়া এলাকা থেকে বেশ কিছু মূল্যবান সামগ্রী চুরি যায়। জানা গিয়েছে মালিকের নাম শান্তনু বৈদ্য। তাদের বাড়ি থেকে মূল্যবান কয়েকটি সোনার গয়না চুরি হয়েছিল। পুলিশ তদন্তে নেমে শেখ সেলিম ওরফে বান্টিকে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার হয়।

পথশ্রীতে জেলার পাওনা ১৬৬৭ কিলোমিটার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৫ টি মহকুমা আলিপুর, ডায়মন্ডহারবার, কাকদ্বীপ, বারুইপুর ও ক্যানিংয়ের ২৯ টি ব্লকে ২১৫০ টি নতুন রাস্তা নির্মাণ ও পুরনো রাস্তার উন্নতি করা হবে যার মোট দৈর্ঘ্য ১৬৬৭ কিলোমিটার। এই প্রকল্প রূপায়নে প্রায় ৫৯৭ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। ব্যয়ের সম্পূর্ণই রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে দেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বারুইপুর সোনার তরী কমপ্লেসে সাংবাদিক বৈঠকে এ সব তথ্য জানান রাজ্যসভার সাংসদ ও জেলা সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী,

পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ মন্ডল, বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার, সোনারপুর উত্তরের বিধায়িকা, ফিরদৌসী বেগম, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শামীমা শেখ, জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র। সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী বলেন রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি জনমুখী করতে পঞ্চায়েত ও লোকসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নমুখী প্রকল্পগুলি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা। কেন্দ্রের বঞ্চনার শিকার হচ্ছে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস। সমস্ত টাকা বন্ধ করে দেওয়ার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তার প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোনো প্রকল্প থেকে মানুষকে বাদ দিচ্ছেন না। এবার নতুন প্রকল্প ১২০০০ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি। বিরোধীরা যতই কুৎসা রটাবে ততই মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের জোয়ার বইবে পশ্চিমবঙ্গে।

বীরভূম জুড়ে জাল লটারির ছড়াছড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ মার্চ সন্ধ্যায় জাল লটারি টিকিট বিক্রি করার অভিযোগে মল্লারপুর বাজার ও বাহিনা মোড় থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে ডিএসপি এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ স্বপনকুমার চক্রবর্তী। জাল লটারির টিকিট উদ্ধার করে পাইকর থানার পুলিশও। দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলো – মীরপুর উত্তরপাড়ার নুর আলম শেখ ওরফে আলম শেখ (৩৩)

এবং সাগীর শেখ (৩৮)। আবার জাল লটারি টিকিট বিক্রি করার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে মুরারই থানার পুলিশ।

উদ্ধার অস্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৪ মার্চ রাতে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে যমুনী গ্রাম থেকে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র,একুশ রাউন্ড কার্তুজ, ১৮০ কেজি বোমা তৈরির মশলা উদ্ধার করে মল্লারপুর থানার পুলিশ। একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম রমজান শেখ। ২৫ মার্চ রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতকে ছয়দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক । মড্ডা গ্রামের একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে ২৩ মার্চ সকালে এক ড্রাম তাজা বোমা উদ্ধার করে নানুর থানার পুলিশ । পুলিশের তল্লাশি অভিযান চলছে গ্রামজুড়ে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

টেষ্ট রিলিফের টাকা আত্মসাৎ সরকারী পরিকল্পনা বানচাল

নিজস্ব সংবাদদাতা

সম্পূর্ণ ভূয়া টিপ ও মিথ্যা স্বাক্ষর দিয়ে টেষ্ট রিলিফের টাকা আত্মসাৎ করে সরকারী পরিকল্পনা বানচাল করার এক চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া গেছে। সংবাদে প্রকাশ ২৪ পরগণা জেলার মগরাহাট ১ নং ব্লকের অধীনে চকহরিহর ও বানেশ্বরপুর টি, আর, স্কীমের বরাদ্দ টাকার পরিমাণ যথাক্রমে ৮০০০ টাকা ও ৬০০০ টাকা। স্থানীয় অধিবাসীগণের অভিযোগ ঐ দুটি স্কীমে সর্বসাকুল্যে মাত্র এক হাজার টাকার কাজ হয়েছে এবং সমুদয় অর্থ ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা আত্মসাৎ করেছে। প্রকাশ, স্থানীয় জনসাধারণ ব্লক ও রিলিফ অফিসারের কাছে এই দুর্নীতির জন্য তদন্ত দাবী করেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তর যথারীতি তদন্ত করার পর রিপোর্ট পেশ করেন। কিন্তু ঐ রিপোর্ট চেপে দেওয়া হয়। পরিশেষে জনসাধারণ এস, ডি, ওর শরণাপন্ন হন। তিনি সমগ্র বিষয়টি জনৈক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা তদন্ত করিয়েছেন। জানা গেল, বর্তমানে বিষয়টি ২৪ পরগণা জেলা শাসকের বিবেচনাধীন আছে।

জেলাশাসক মহাশয়ের কাছে আমাদের বক্তব্য সরকারী টাকা আত্মসাৎ করে যারা গ্রাম উন্নয়নমূলক কাজ বানচাল করছে তাদের কঠোর সাজা দেওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্নীতির আশ্রয় যেন কেউ না নেয়। জনগণ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর জেহাদ ঘোষণার বাস্তব রূপায়ণ দেখতে চায়।

৭ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৪ই এপ্রিল ১৯৭৩, ১লা বৈশাখ, ১৩৮০, শনিবার

ছাড়া হল শতাধিক হরিণ

অরিজিৎ মন্ডল : একটি কিংবা দুটি নয়, একেবারে ১০০ টি হরিণ ছাড়া হল সুন্দরবনের গহীন ম্যানগ্রোভ অরণ্যে। এমনটাই জানিয়েছেন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন। উল্লেখ্য সুন্দরবন গহীণ ম্যানগ্রোভ অরণ্যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের অবাধ বিচরণ। ইদানিং প্রতিনিয়ত বাঘের আনাগোনা অত্যধিক হারে বেড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি কাঁকড়া ধরতে গিয়ে অসংখ্য মৎস্যজীবি বাঘের আক্রমণে পড়ে আহত হয়েছেন। অনেকে আবার প্রাণ হারিয়েছেন। সম্ভবত খাদ্য সংকট থেকে এমনটাই হতে পারে। আবার বাঘের সংখ্যা

বৃদ্ধি হওয়ায় এমনটা হতে পারে বলে অনেকেরই মতামত। তবে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন জানিয়েছেন, খুব সম্ভবত সুন্দরবন জঙ্গলে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা খুবই ভালো। সেই কারণে বাঘের আনাগোনা বেড়েছে। সুন্দরবন জঙ্গলে যাতে করে বাঘেদের কোন প্রকার খাদ্যের সংকট না হয় তার জন্য ১০০ হরিণ সুন্দরবনের গহীন ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ছাড়া হয়েছে।

প্রধান শিক্ষককে ধমক মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাইমারি স্কুলে পড়ুয়াদের জন্য রান্না হয়নি মিড ডে মিল। প্রধান শিক্ষকের সাফাই জ্বালানির অভাবে বন্ধ মিড–ডে মিল। এই ঘটনা দেখা মাত্রই রেগে উঠলেন মন্ত্রী। পড়ুয়াদের জন্য মিড–ডে মিল রান্না না হওয়ায় সকলের সামনেই প্রধান শিক্ষককে ধমক দিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। এমনকি তিনি স্কুল থেকেই সিআইকে ফোন করেও অভিযোগ জানালেন প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে।

শনিবার সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা সাগর ব্লকের ধবলাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গায় দিদির দূত কর্মসূচী পালন করেন। কর্মসূচি চলাকালীন প্রাইমারি স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে পড়ুয়াদের জন্য মিড– ডে মিল রান্না না হওয়ায় প্রধান শিক্ষকের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা। শনিবার বেলা একটা নাগাদ মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা দিদির দূত কর্মসূচিতে বেরিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের ধবলাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বোটখালির কাদম্বিনী প্রাইমারি স্কুলে ঢোকেন। এরপর দেখেন ওই প্রাইমারি স্কুলে মিড– ডে মিল রান্না হয়নি। এরপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মন্ত্রী। কেন মিড–ডে মিল হলো না তা নিয়ে প্রকাশ্যে প্রধান শিক্ষকের তিরস্কার করেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী। মন্ত্রীর প্রশ্নে প্রধান শিক্ষক উৎপল গিরি জানান, জ্বালানি না থাকায় রান্না হয়নি। একথা শুনে মন্ত্রী আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। স্কুল থেকে স্কুল ইন্সপেক্টরকে ফোন করেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী।

প্রধান শিক্ষককে শোকজ করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি দ্রুত ব্যবস্থার নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

এই স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ৯০ জন। অভিযোগ, শনিবার মন্ত্রী স্কুলে যাওয়ার আগে প্রধান শিক্ষক বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। পরে মন্ত্রীর ফোন পেয়ে স্কুলে আসেন প্রধান শিক্ষক।

সাগর এলাকার স্কুল ছুটের সংখ্যা কমাতে এবং মহিলাদের স্বাবলম্বী করতে অভিনব উদ্যোগ সবুজ সংঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাগর এলাকার চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫টি গ্রামের পুরুষ এবং মহিলাদের নিয়ে ইতিমধ্যে দল গড়ে তোলা হয়েছে, এলাকার মানুষজন যাহাতে স্বাবলম্বী হতে পারে তার জন্য নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ যার মধ্যে আছে দলগতভাবে দেশি মুরগির ব্যবসা, ছাগল ও গরু পালন।গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকার অন্ধকার ঘোচাবার জন্য ইতিমধ্যে ১৫ টি গ্রামে পরিবেশবান্ধব সোলার লাইট বসানো, লবণাক্ত এলাকায় বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে এবং পানীয় জলের অভাব

দূর করতে অতি উচ্চ বেদিসম্পন্ন নলকূপ বসানো, মজে যাওয়া পুকুরগুলো সংস্কার করে মাছ চাষের জন্য দেওয়া হয়েছে স্থানীয় চাষীদের প্রশিক্ষণ এবং চাষীদের চাষের জন্য আর্থিক সহায়তা। নদী বাঁধ রক্ষা করার জন্য লাগানো হয়েছে ম্যানগ্রোভ। স্কুলছুট এবং কম বয়সে বিবাহ বন্ধ করতে নেওয়া হয়েছে অভিনব উদ্যোগ, সাগরদ্বীপের পাঁচটি সরকারি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলকে স্মার্ট স্কুল হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে,সেইসঙ্গে কিশোরী বাহিনী গড়ে তুলতে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন ট্রেনিং,এই বাহিনীর নাম দেওয়া হয়েছে নয়ন তারা ।

স্কুলের শৌচালয়, লাইব্রের, ল্যাবরটরির পাশাপাশি বসানো হয়েছে উন্নত মানের স্মার্ট বোড়, যার ফলে কমেছে স্কুল ছুটের সংখ্যা।স্কুলের ছাত্রের সংখ্যা পরপর বাড়ছে স্মার্ট স্কুলের মাধ্যমে পড়াশোনার জন্য দাবী স্কুলের বিভিন্ন প্রধান শিক্ষকের,মাধ্যমে পড়াশোনা জনদাবি বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সবাই সবুজ সংঘ কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এই বিষয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য এবং সবুজ সংঘের সম্পাদক এবং পরিচালক অংশুমান দাস বলেন সাগরদ্বীপ সহ সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকাকে আদর্শগ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে তার সংস্থা কাজ করে যাবে। এবং সংস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকর্তা অরুণাভ দাস বলেন এই উদ্যোগে সমস্ত সরকারি বেসরকারি ও বাণিজ্যিক সংস্থা কে যুক্ত করা হয়েছে,তারমধ্যে এইচ ডি এফ সি ব্যাংক এর পরিবর্তন এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার গ্রাম সেবা প্রকল্প অন্যতম।

মাঙ্গলিকী

বিরহী কুসুমের মর্মগাঁথা

বছর কুড়ি পরে'র নবতম প্রযোজনা : ইতিকথা

কৃষ্ণচন্দ্র দে

অনেকদিন পর বছর কুড়ি পরে 'নাট্যদলের নাটক ইতিকথা দেখলাম তপন থিয়েটারে। বন ফুলের একটি ছোট্ট কাহিনীকে নির্ভর করে যে কাহিনী নির্দেশক পৃথুনন্দন ঘোষ দর্শকের দরবারে হাজির করলো বিগত ১৯ মার্চ ২০২৩ দুপুর ৩–৩০ মিনিটে তপন থিয়েটারে তা এককথায় আমাকে অবাক করে দিয়েছে তিনটি ক্ষেত্রে। অনবদ্য স্ক্রিপ্ট অনবদ্য সংলাপ এবং শিল্পীদের অনবদ্য অভিনয়। যেন এক ত্রিবেণী সঙ্গম প্রত্যক্ষ করলাম। আমার দেখা ভাল কাজগুলির তালিকায় আর একটি নাটক 'ইতিকথা' সংযোজিত হল। নির্দেশকের কথা অনুযায়ী কালের মাত্রা পেরিয়ে ভালবাসা, বিদ্বেষ, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, তাত্ত্বিক সংঘাত ও অপরিমেয় প্রতিশ্রুতির আবর্তে বে–আব্রু হয় সম্পর্কের নানান স্তর। ভালবাসার বর্ণ–বিন্যাস–রঙ বড় জটিল বিষয়। যা কিনা সব সময় এক সরল রেখায় চলে না। নাটকটি আদতে একটি সহজ সরল ও সাবলীল উপাখ্যান হলেও পরতে পরতে জন্ম নিয়েছে কিছু অনির্বচনীয় মুহূর্ত যা মানুষকে আন্দোলিত করে, নাড়া দেয়, নতুন করে ভাবায়। এ কাহিনী আদি–অন্ত কুসুম এরই কাহিনী। যাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে নাটক। পৃথুনন্দনের ক্যানভাসে যে ছবি ফুটে উঠলো তা শুধু কাগজের উপর কালি দিয়ে কয়েক ছত্র লিখন নয়, এযেন মনের উপর ব্যথার কাজল দিয়ে আঁকা চাওয়া, পাওয়া, না পাওয়ার অশ্রুসিক্ত বেদনার ইতিকথা। কুসুম এক বছরের মধ্যে তার বৈমানিক স্বামী বিমলেন্দুকে হারায়। তারপর তার জীবনে এক দমকা বাতাস বয়ে নিয়ে আসে তার দেবর অমলেন্দু। কিন্তু সেও বাম রাজনীতির আবর্তে অকালেই হারিয়ে যায়। বর্তমানে কুসুম পরগাছা হয়ে আছে। এভাবে একদিন সে ও হারিয়ে গেল। কুসুম সুন্দর প্রজাপতি হতে হতে হতে পারেনি। 'ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা করেছিনু আশা'–তা হয়নি। ঘটনাটি আমরা শ্মশান ঘাটে বসে হরেন্দ্র চন্দ্রশেখর, রমেশ, গগন, শ্যাম এদের স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করলাম।

দীর্ঘ ৪০ বছরের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছিলাম শেষে একটা চমক হয়তো দেখতে পাবো। সেটা যে শ্মশান ঘাটে মৃতদেহ সৎকারের জন্য অপেক্ষারত শ্মশান যাত্রীরা কুসুমের দেহ সৎকারের জন্যই এসেছে সেটা শেষ দৃশ্যে বোঝা গেল। চমকটা যেন চাবুকের কষাঘাত। এবারে অভিনয় প্রসঙ্গে দুচার কথা বলতে চাই।

অভিনয়ে হরেন্দ্র ওরফে প্রবীর দত্ত অনেক লম্বা দৌড়ের ঘোড়া। ওর কণ্ঠস্বর ওর ইউএসপি। প্রবীরের অনিকেত সন্ধ্যা আজও ভুলতে পারিনি। কুসুম চরিত্রে অমৃতা মুখোপাধ্যায় মন কেড়ে নিয়েছে তার স্বভাবসিদ্ধ সংযত মিষ্টি অভিনয়ে। তরুন তুর্কি অমলেন্দু চরিত্রে শমীক মিত্র এবং বিমলেন্দুর ভূমিকায় সুদীপ মুখোপাধ্যায় বেশ ভালো কাজের নমুনা রাখলেন। কুসুমের প্রেমিক গগন চরিত্রে অভীক দাস সাবলীল ও সংযত অভিনয় করে দেখালেন।

এছাড়া আর যারা অভিনয় করলেন জুলিয়া চরিত্রের এনাক্ষী সেন, চন্দ্রশেখর চরিত্রে তমাল সরকার, কুসুমের বাবার ভূমিকায় দীপঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশের ভূমিকায় অভিরূপ মাইতি এবং শ্যাম চরিত্রে অভিষেক ঘোষ রায়ও মন্দ নয়। আর ছিলেন অরিজিৎ চক্রবর্তী, চোট কুসুম চরিত্রে সঞ্চারী দত্ত এবং আনন্দ মিত্র।

উপসংহারে বলছি একটি চরিত্রও আমার কাছে অনাবশ্যক বলে মনে হয়নি। সামান্য এক দেড়পাতার গল্পকে নানা চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যেভাবে ব্লেনডিং করলেন তা ভাবনার দক্ষতা ছাড়া হওয়া সম্ভব নয়। এই নাটক দর্শকের মন ছুঁয়ে যাবে সন্দেহ নেই।

সেই সঙ্গে নাট্য জগতে নাট্যকার ও নির্দেশক হিসাবে পৃথুনন্দন যোগ্য সম্মান পাবেই। আমি অন্ততঃ ওকে ভুলতে পারব না।

মঞ্চসজ্জা অসাধারণ। নাটকে মঞ্চও যখন একটা চরিত্র হয়ে ওঠে তখন বড়ই দৃষ্টিনন্দন লাগে। যন্ত্রানুষঙ্গ ও আবহ প্রক্ষেপণে কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও স্থিতধী রায় ভাল ভাবেই কাজ চালিয়ে দিয়েছেন। আর আলোকসম্পাতে বাদল দাস এখন অতিপরিচিত নাম।

পরিশেষে আর একটি কথা না বলে পারছি না। সেটা সাহস করেই বলছি যে– কুসুমের শেষ পরিণতি আমাকে বেদনা বিদ্ধ করেছে। কুসুমেরা এভাবে হারিয়ে যেতে পারে না, ওদের এভাবে হারিয়ে দিতে নেই। সমাজে ওদের মতো নারীদের বড় ভূমিকা আছে। কুসুম আর অমলেন্দু এই দুটি চরিত্র পৃথুনন্দনের অনবদ্য সৃষ্টি। হ্যাট্স অফ পৃথুনন্দন হ্যাট্স অফ। আরও ভালো কাজের প্রত্যাশায় রইলাম। শুধুই একটা অনুরোধ কুসুম এবং অমলেন্দুকে নিয়ে আরও একটু ভেবে দেখুন। কুসুমের উদ্দেশ্যে আমার ছোট্ট জিজ্ঞাসা– আপন মনে কথার মালা গাঁথিস নিরালায়। ও বিরহী ; পরান কি তোর আজো তারে চায়। ভাঙা তরী ভিড়বে কি তোর কূলের কিনারায়। ও বিরহী...

নাটক প্রযোজনা : বছর কুড়ি পরে

রচনা ও নির্দেশনা– পৃথুনন্দন ঘোষ।

নেপথ্যে ছিলেন : রূপা বোস, পিয়ালী চট্টোপাধ্যায়, সীমা ঘোষ, কাকলি চক্রবর্তী ও রাজীব চট্টোপাধ্যায়

রূপসজ্জায় : মহঃ বাবু।

ইস্ট কলকাতা কালচারালের নাট্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৭ মার্চ বিশ্ব নাট্য দিবস উদযাপন করলো ইস্ট কোলকাতা কালচারাল অর্গানাইজেশন মানিক্য মঞ্চে। শুরুতেই সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। প্রখ্যাত অভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ এবং মূকাভিনয়ের শিল্পী শ্রীমতি সোমা দাসকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় সংস্থার তরফ থেকে। শঙ্করবাবু বাংলা পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের ১৫০ বছর পূর্তি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করেন। সেই সঙ্গে তিনি নাটকে ব্যবহৃত দুটি গানও পরিবেশন করেন। সোমা দাস মূকাভিনয়ের গুরুত্ব এবং এই শিল্পের নাটকের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সংযোগ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রাখেন। পরের অনুষ্ঠান বাংলা নাটকের গান। ভালোমানুষ নাটকের গান যখন আমি মেয়ে থাকি শোনালেন চুমকি সুলতা মুখার্জি। ড. দীপায়ন সাহা শোনালেন দুটি গান। সোমা দাসের পরিচালনায় সোমা মাইম থিয়েটার পরিবেশন করে আমার জন্য কোনটা। ওই দিনের শেষ আকর্ষণ নাটক, জীবন যে রকম। মূল রচনা গৌতম রায়। পরিচালক ধনঞ্জয় আঢ্য অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর কাজটি করেছেন। এখানে বিভিন্ন চরিত্রে কাশীনাথ কোলে, সোমা লস্কর, গোপা গাঙ্গুলী, শিবশঙ্কর রায়, রতন চক্রবর্তী, দীপায়ন সাহা, রাধাগোবিন্দ সাহা প্রমুখ প্রত্যেকেই পারদর্শিতার সঙ্গে অভিনয় করেন। সঞ্চালনার গুরুদায়িত্ব সামলেছেন মধুমিতা মোদক।

মঞ্চ কলা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৪ থেকে ২৬ মার্চ ২০২৩ তিন দিন ব্যাপী নাট্য উৎসব সম্পন্ন হল বাখরাহাটের মাখাজিয়ায় অবস্থিত উৎপল দত্ত ভবনে। উত্তর ২৪ পরগনার বরানগরের 'স্রোত' নাট্য আকাদেমি

এই উৎসবের আয়োজক। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় আরও সমৃদ্ধ হয় আয়োজন। গত ২৪ মার্চ বিকাল ৪–৩০ টায় জোছন দস্তিদার মঞ্চে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য আকাদেমির সচিব ডঃ হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়, সমাজসেবী লালমোহন চক্রবর্তী, নাট্যকর্মী বুবাই মাল, অভিনেতা দেবব্রত পাল, অভিনেত্রী অনন্যা ঘোষ। বিকাল ৫টায় সেমিনারের বিষয় ছিল সংস্কৃতি থিয়েটার অপসংস্কৃতি। মননশীল বক্তব্য রাখেন সুপর্ণা ব্যানার্জী, অনির্বান সেন ও শুভজিত ব্যানার্জী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কুমার দীপ্তি মাইতি। ২৪ তারিখে তিনটি নাটক মঞ্চস্থ হয়– পারমিক ব্যারাকপুরের প্রযোজনায় 'আবাহন', সংকেত দ্য থিয়েটার গ্রুপের প্রযোজনায় 'শ্রীমান নাবালক' এবং উন্মিলন থিয়েটার গ্রুপের 'গদাইয়ের বিয়ে'। ২৫ তারিখে মঞ্চস্থ হয় প্ল্যাটফর্ম নাট্যগোষ্ঠীর 'নিঃশব্দ বহ্নি', মৃচ্ছকটিকের 'ভগীরথ' এবং জাগরণী সংস্কৃতি চক্র নাট্য সংস্থার 'সদগতি'। ২৬ তারিখে নাটক কলকাতার 'একটি রাত', সন্তোষপুর মননের 'মন্ত্রী মশাই' এবং বজবজ আগামীর প্রযোজনায় 'আপনার মেয়ে'। বিষয় বৈচিত্রে যেমন সমকালীন সমাজচিত্রে দর্শকদের মনকে নাড়া দিয়েছে, তেমনই নিখুঁত সাবলীল অভিনয় দর্শকমননে গভীর রেখাপাত করে।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে মহাপ্রভু বন্দনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিমাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের অভেদানন্দ মঞ্চে পুণ্য জীবন কথার অনুষ্ঠান হয়। প্রখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা, অধ্যাপক, লেখক ড .শঙ্কর ঘোষ এই অনুষ্ঠানে কথায় ও গানে পরিবেশন করে থাকেন কোন পুণ্যাত্মার কথা। এই মার্চ মাস যেহেতু মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের জন্ম মাস, তাই শিল্পী মহাপ্রভুর জীবনকেই তুলে ধরলেন কথায় গানে। দিনটি ছিল ১৬ মার্চ। বিস্তারে

জানালেন মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার কাহিনি। কথার ফাঁকে ফাঁকে শিল্পী তাঁর সুমধুর কণ্ঠে শুনিয়েছেন বেশ কিছু গান। যার মধ্যে রয়েছে; সখি গৌরাঙ্গ গড়িলো কে, গোঠে আমি যাব মাগো, প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম, যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, কেশব কুরু করুণা দিনে, ক্ষ্যাপা ছেড়ে দিলে সোনার গৌর, হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল প্রভৃতি কালজয়ী গানগুলি। শিল্পীকে তবলা ও শ্রীখোলে সহযোগিতা করলেন সুকমল দাস। এক ঘন্টা ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে শিল্পী উপস্থিত ভক্ত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখলেন। উৎসাহিত শ্রোতারা যেকোনো সময় এই অনুষ্ঠান শুনতে পারেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের ইউটিউব চ্যানেলে।

বঙ্গ তনয়ার শিল্প কর্ম এবার ইতালিয় মডেলের পোশাকে

বিদেশে ফের পুরষ্কৃত কলকাতার স্বাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনার খাঁচায় বন্দি জীবন কখনই সুখের হয় না।

কেবল স্বাধীনতার মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে প্রকৃত শান্তি। যেখানে আমরা নিজেদের ইচ্ছায় নিজেদের মতো করে জীবন যাপন করতে পারি।

বিশিষ্ট বাঙালী চিত্র শিল্পী স্বাতী ঘোষের আঁকা 'স্বাধীনতা ও শান্তি' বিষয়ে সাদা পায়রার ছবিতে ফুটে উঠেছে সেই স্বাধীনতার চিত্রই। কলকাতার বালিগঞ্জের বাসিন্দা স্বাতী ঘোষের ছবি বহুবার বিদেশের মাটিতে সমাদৃত হয়েছে।

এবার ইতালির মিলানিজ গ্যালারিতে স্বাতী ঘোষের আঁকা সাদা পায়রার অসাধারন তৈলচিত্র কাপড়ে ছাপিয়ে সেই কাপড় পরেই ফ্যাশান শো–তে পা মেলালেন

ইতালীয় মডেল। পরিচালক 'রোসেলি ক্রেপালদি' আয়োজিত ফ্যাশন শো তে এই শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তোলা পোশাকটি পুরষ্কৃত হয়, যা দেখতে ভিড় করেন বহু মানুষ।

ইতালির মিলানের ব্রেরাতে 'এল আরটে স্ফিদা ইল টেম্পো আর্ট এন্ড মোড' নামে জমকালো এই প্রদর্শনীতে অতিথি শিল্পী হিসাবে আমন্ত্রিত ছিলেন স্বাতী।

ইতালির মিলানেই গত বছর শারদীয়া উৎসবের সময় স্নাই সানসিরো হিপোড্রাম রেস কোর্সের প্রদর্শনশালায় একমাত্র ভারতীয় শিল্পী হিসাবে স্বাতী জিতে নেন 'আর্ট অ্যান্ড ক্যাভালো থ্রোফিও' পুরস্কার। বর্তমানে রোমের মাইক্রো আর্টি ভিসিভ গ্যালারিতে আজ ৩১ মার্চ শেষ হচ্ছে এক বিশেষ চিত্র প্রদর্শনী।

সেখানেই গৌতম বুদ্ধের পান্ডুলিপিতে উল্লেখিত শান্তি স্থাপনের উপায় নিয়ে তৈরি শিল্পকর্ম 'নির্ভানা' এক্রেলিক চিত্রের জন্যে চিত্র শিল্পী স্বাতী ঘোষ কে তৃতীয় পুরষ্কার তুলে দেওয়া হয় মার্গারিটা ব্লোনেস্কা সি আর ডি–র উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে। 'তামারা ডি লেম্পিকা' –এই পোলিশ শিল্পীর নামাঙ্কিত পুরষ্কার তুলে দেওয়া হয় রোমের সংস্কৃতি মন্ত্রক ও পোলিশ দূতাবাসের সহযোগিতায়। স্বাতী জানান, দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতে তাঁর শিল্প কর্মের এই সাফল্য তাঁর গুরুদেবেরই আশীর্বাদ।

সা রে গা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৩–এ পঞ্চাশ বর্ষে পদার্পণ করল সা রে গা–র শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। গত ২৫ মার্চ বিকাল ৫টায় বিদ্যানগর কুমোর পাড়ার পাল গার্ডেন্সে এবারে সারেগা–র (বাখরা হাট) বাৎসরিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। চারিদিকে বৃক্ষশোভিত খোলা মাঠে খোলা মঞ্চে বসন্তের গোধূলি রঙে রেঙে উঠেছিল সঙ্গীতের আসর। পঞ্চমের কুহু রব যেন ঝরে পড়ছিল শ্রীময়ী স্বর্ণালী পাঁজা, শ্রীময়ী শ্রেয়া মজুমদারের কণ্ঠ বিচ্ছুরণে। সুজয় দাস ও দেবজ্যোতি রায়ের তবলার সঙ্গত ছিল উঁচু স্তরের। অনুভব খামারুর হারমনিয়ম বাজনা গায়কের স্বাচ্ছন্দের পরিপূরক ছিল। কৌস্তভ রায়ের সরোদ শুনে মনে

হল না যে সে কিশোর শিল্পী। তারের সুরও বাগ্ময় হয়ে ওঠে তা প্রমাণিত হল কৌস্তভের।

সমঝদার শ্রোতারা বিভিন্ন রাগরাগিনী সুরে বিভোর ছিল ২–৩ ঘন্টা। মূল অনুষ্ঠানের আগে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিচালনা করেন দেবাশিস খামারু। অতিথি বরণ অনুষ্ঠানে রাগমালা পরিচালনা করেন প্রণব দাস। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মণ সিংহ, তাপস পোড়েল, প্রভাস ঘোষ ও আলিপুর বার্তার সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী।

বিশ্ব জল দিবসে পরিবেশ রক্ষার আর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক : ৪ মার্চ আলিপুর বার্তা পত্রিকায় প্রথম পাতায় জল সঙ্কট নিয়ে সচেতনতামূলক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। সেই জনসচেতনতারই বার্তা নিয়ে প্রথামাফিকভাবে এবারও ২২ মার্চ বিশ্ব জল দিবস উদযাপিত হল। একইসঙ্গে পরিবেশ রক্ষার আর্তি জানালেন বিশ্বের বিদগ্ধজনেরা। এই উদ্দেশ্যে বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের বিদ্যানগরে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এখানকার বড়ো কোবলা চকরাহাতপুরে 'খাল বিল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'–র উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ সহ অন্যান্যরা।উদ্যোক্তাদের অন্যতম প্রধান স্লোগানই ছিল 'জল সংরক্ষণ এবং জলের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারই সুসংহত উন্নতি আনতে পারে'। তাই 'সেভ ওয়াটার সেভ লাইভ' অর্থাৎ জল বাঁচিয়ে জীবন বাঁচানোর আর্তিতেই জনসচেতনতামূলক সভার আয়োজন। মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অদূর ভবিষ্যতে ভয়াবহ জল সঙ্কটের একাধিক বিষয় তুলে ধরার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও জল সংরক্ষণের আর্তি জানান সকলের কাছে।

তবে, জলসংকট নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সর্বত্র কার্যত ঢাকঢোল পেটানো হলেও এখনও পর্যন্ত পাড়ায় পাড়ায় পানীয় জল অপচয়ের করুণ ছবিটাই বেশ প্রকট। তিলোত্তমা নগরীর

গণ্ডি ছাড়ালেই যেদিকেই চোখ যায় সেদিকেই জল সঙ্কটের ছবিটা ভেসে ওঠে।না! এই একবিংশ শতাব্দীর এক দশক পরেও একটা বিরাট অংশের মানুষের মনে ক্রমবর্ধমান জল সঙ্কটের ভয়াবহ ছবিটা কোনওভাবেই দাগ কাটেনি।তাই রাস্তার পাশে ট্যাপের খোলামুখ থেকে লাগাতার পানীয় জল পড়তেই মানুষকে শুধুমাত্র পানীয় জলের জন্য এখনও প্রতিদিন কার্যত লড়াই করতে হয়। সেইসব মানুষকে তেষ্টা মেটানোর জন্য প্রতিদিন মাইলের পর মাইল হেঁটে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। তীব্র দাবদাহের সময় এই দৃশ্যটা আরও করুণভাবে ফুটে ওঠে। বিভিন্ন তথ্যে উঠে এসেছে এই মুহূর্তে খনিজ তেলের পরেই বিশ্বজুড়ে পানীয় জল সঙ্কট কড়া নাড়ছে। পৃথিবীর তিন–চতুর্থাংশ জলভাগ হলেও বহু দেশেই পর্যাপ্ত পানীয় জল আকাল। আমাদের রাজ্যের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলার অসংখ্য জায়গায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে বছরের অর্ধেক সময় ধরে তো পানীয় জলের তীব্র সঙ্কটের মধ্যেই কাটাতে হয়। ভরা গ্রীষ্মে দাবদাহের সময় দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দুই দিনাজপুর, মালদা সহ উত্তরবঙ্গের সমস্ত নদীনালাগুলি জলের অভাবে ধুঁকতে থাকে। পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডির বাসিন্দা সদানন্দ কর্মকারের মতো খরাক্লিষ্ট অসংখ্য এলাকার লক্ষাধিক মানুষের কাছে জলযন্ত্রণার ছবিটা অত্যন্ত চেনা। বিশ্ব উষ্ণায়ণের কুপ্রভাব আর তথাকথিত সভ্যসমাজের এক শ্রেণির মানুষের বেপরোয়া মনোভাবে ওই জলযন্ত্রণার করুণ ছবিটাই অদূর ভবিষ্যতে পাড়ায় পাড়ায় ফুটে ওঠার অপেক্ষায়।

এবিষয়ে উদ্বিগ্ন একাধিক মহলের অভিমত, বছরের একটা দিন 'বিশ্ব জল দিবস' উদযাপনের ঢাকঢোল পিটিয়ে থেমে থাকলেই সবকিছু আপনাআপনি চলতে থাকবে না! পানীয় জল সংকটের তীব্রতা কমাতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জল সংরক্ষণে গতি আনতে বিভিন্ন উদ্যোগে পাড়ায় পাড়ায় জনসচেতনামূলক লাগাতার প্রচার প্রয়োজন। যদি জনসচেতনতা বৃদ্ধির কারণে বিশ্ব থেকে প্লেগ, পোলিও প্রভৃতি মহামারি চিরতরে বিদায় নিতে পারে তাহলে সেই জনসচেতনতাই পারবে জল সঙ্কটের যথাযথ মোকাবিলা সহ জল সংরক্ষণে গতি আনতে। তবে, এজন্য সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের যথাযথ রূপায়ণে দলমত নির্বিশেষে সকলকে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

সমাজসেবায় উদ্যোগ বাগনান ওয়েলফেয়ার সোসাইটির

অশোক সেন : বাগনান সোসাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে বহুদিন ধরে পড়ে থাকা প্রায় ২ বিঘার কাছাকাছি একটি পরিষ্কার এবং স্নানের উপযোগী ৩টি ঘাট তৈরি করে দেওয়া হয় জনসাধারণের জন্য। স্থানটি বাগনান ২ ব্লকের বান্দুল বৈদ্যনাথপুর পঞ্চায়েতের অধীন। এই মহতী উদ্যোগে উপকৃত হলেন মল্লিক পাড়া, দাস পাড়া, আদক পাড়া, সামন্ত পাড়ার বাসিন্দারা। এই সোসাইটি সম্পাদক অরুণ আদক বলেন, বৃক্ষরোপন এবং থ্যালাসেমিয়া রোগের সচেতনতাতেও তারা বিশেষভাবে সক্রিয়। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান দিবসে ৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। সোসাইটির কর্মকর্তা মতিনাথ ঘোষ, মিঠুন চক্রবর্তীর দাবি সরকারি দপ্তরের সহযোগিতা পেলে বৃক্ষরোপণ, রাস্তাঘাট সহ নানা সৃজনশীল কাজে তারা এগিয়ে যেতে পারবেন। সঙ্গে চাই মানুষের সহযোগিতা।

দুঃস্থদের জামাকাপড় বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সন্তোষপুর প্রয়াসী মহিলা সংঘ ইঁট ভাটার দুঃস্থ ছেলে মেয়েদের শুকনো খাবার ও জামাকাপড় বিতরণ করলেন শুক্রবার বিকালে বাঁশবেড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমে। সংগঠনটি সারাবছর বিভিন্ন

সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকেন। তাঁদের মহিলা সদস্যা ৪০ জন। সংগঠনের সম্পাদিকা নিবেদিতা বসু রায় বলেন, আজ ৩৫ জন দুঃস্থ ছেলেমেয়েকে শুকনো খাবার ও জামাকাপড় দেওয়া হয়। এছাড়া তাঁরা আগ্রহী পড়ুয়াদের বই ও আর্থিক সাহায্য করা। তারা পুজোর সময় নতুন বস্ত্র বিতরণ করে থাকেন। গত বছর মহিলা পরিচালিত সন্তোষপুর শিবতলা মাঠে দুর্গাপুজোর রজত বয়ন্তী বর্ষ পালন হয়।

করোনা পরিস্থিতির সময়ে দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন এই সংঘের মহিলারা। এদিন অনুষ্ঠানে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের মহারাজ স্বামী বাসুদেবানন্দ, সংগঠনের সদস্যা, রমা দাস, মীনামঞ্জুরী, বন্দনা লাহিড়ী সহ অন্যান্যরা।

প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611

মহানগরে

জঞ্জালে উৎসাহ ভাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জঞ্জাল অপসারণে ভালো কাজ করার জন্য রাজ্যের সাতটি পৌরসভা বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে উৎসাহ ভাতা পাচ্ছে। ওই টাকা সংশ্লিষ্ট পৌরসভা গুলি তাদের জঞ্জাল অপসারণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামো আরও মজবুত করে গড়ে তোলার জন্য ব্যবহার করতে পারবে। রাজ্যে পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতর সূত্রে জানা গেছে হুগলি জেলার চাঁপদানি ও ভদ্রেশ্বর পৌরসভা, নদীয়া জেলার শান্তিপুর ও চাকদা পৌরসভা, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গারুলিয়া পৌরসভা এই বরাদ্দ অর্থ পাচ্ছে। পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা পৌরসভা বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে উৎসাহ পাচ্ছে বলে জানা গেছে। এই পৌরসভা গুলির জন্য মোট ১১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক।

ই – গভর্ন্যান্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজকের দিনে প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। সেই প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থাও ধাপে ধাপে পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে চলতে সচেষ্ট হয়েছে। গত বছরের মে মাস থেকে 'শো টু মেয়র' (৮৩৩৫৯ ৯৯১১১) নামের একটি 'চ্যাট বোট' পরিষেবা চালু করেছে। তাতে যে কেউ কলকাতা পৌরসংস্থার এলাকাস্থিত কোনও সমস্যা ছবি তুলে বা বিবৃতি দিয়ে পৌর কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারেন। এখানে পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা, গালিপিটস্, পট–হোলস্, জন্ম–মৃত্যু শংসাপত্র, রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণ, জলাশয়, পরিষ্কার, ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত সমস্যা, জল সরবরাহ সম্পর্কিত সমস্যা এবং আবর্জনা বিষয়ক বিভিন্ন অভিযোগের মাধ্যমে সরাসরি মহানাগরিকের দৃষ্টিতে আনা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে নাগরিকরাই প্রকৃত স্থান নির্দেশ সহযোগে সমস্যার ছবি তুলে তা আপলোড করে দিতে পারে। এই সমস্ত সমস্যা সংক্রান্ত অভিযোগ সরাসরি উপযুক্ত আধিকারিকের কাছে পাঠানো হয় এবং সাত দিনের মধ্যে সমস্যা সমাধান করে অভিযোগকারীকে আবার অবগতও করা হচ্ছে।

ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং প্রভৃতির মতো প্রথাগত পদ্ধতি ছাড়াও কলকাতা মহানগরীর নাগরিকদের জন্য প্রদানের দ্বিতীয় আরেকটি পদ্ধতির অভিমুখ খোলা হয়েছে। ইউ. পি. আই. ওয়ালেট প্রভৃতির মাধ্যমে ই–পেমেন্টের বন্দোবস্তও আছে।

নতুন তৈরি হওয়া কোনও বিল্ডিং – এর সাপেক্ষে 'কমপ্লিশন কাম অকুপেন্সি সার্টিফিকেট'(সি সি) যাতে খুব সহজেই অনলাইনে পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হলেন টি এস শিভাগ্ননম্

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের সুপারিশ সত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় সরকারের আইন ও বিচারমন্ত্রণালয় তাঁকে এখনও প্রধান বিচারপতি হিসেবে মনোনয়ন না দেওয়ায় বিচারপতি টি এস শিভাগ্ননমকে গত শুক্রবার ৩১ মার্চ ২০২৩ থেকে কলকাতা হাইকোর্টে অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হিসেবেই কাজ শুরু করলেন। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীমহল আশাবাদী যে আগামী সোমবারের মধ্যেই দিল্লির আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় থেকে ছাড়পত্র এসে যাবে এবং তার পরপরই রাজ্যপাল শ্রী সি ভি আনন্দ বোস বিচারপতি টি এস শিভাগ্ননম সাহেবকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেওয়ানোর জন্য হাইকোর্টে আসবেন।

প্রসঙ্গত এরকম আর একটি ৩১ মার্চ ২০০৯ তারিখে তিনি প্রথম মাদ্রাজ হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হিসেবে কাজে যোগ দেন। পরে ২৯ মার্চ ২০১১ সালে তিনি মাদ্রাজ হাই কোর্টের স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন।

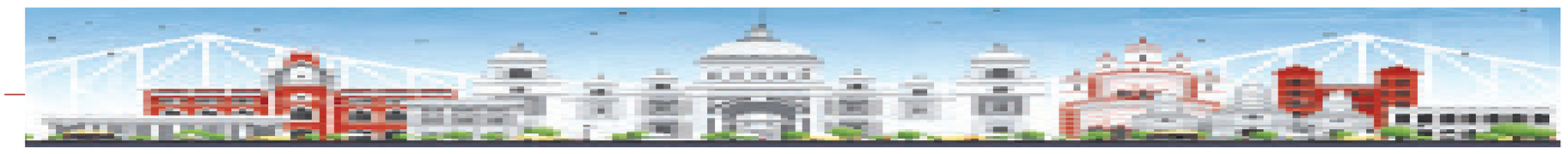

একাধিক হো চি মিন, ভারতের বিপ্লবীদের নামে রাস্তা কোথায়?

বরুণ মণ্ডল

তিনটে হো চি মিন, দু'টো লেনিন, একটা কার্ল মার্ক্স। কলকাতা মহানগরে বিদেশের দেশনায়কদের নামে গাদাগাদা রাস্তা। এদেশে এদের কী কন্ট্রিবিউশন আছে? অথচ বহু বাঙালি বিপ্লবীর নামে কোনও রাস্তার নামকরণ করা যাচ্ছে না। মাতঙ্গিনী হাজরা, কল্পনা দত্ত, বারীন ঘোষ, ভবানী ভট্টাচার্য মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আছেন। আলিপুর মিউজিয়াম করার পর তা থেকে কতশত মহান বিপ্লবীর নাম জানা যাচ্ছে। দেশের তুলনায় বিদেশিদের নিয়ে এমন মাতামাতিতে বিস্মিত কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। মহানাগরিক জানান, লেনিনরা বিশ্বের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং এনাদের প্রতি আমিও শ্রদ্ধা জানাই। ভারতের অনেকে আছেন, যারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পিছন থেকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে ছিলেন। অথচ তাদের আমরা তেমন ভাবে চিনলামই না। অনেক মহান ব্যক্তি আছেন, তাদের নামে এখনও কোনও সরণি নেই। কোনও রাস্তার নামকরণ করতে পারা যাচ্ছে না। কলকাতায় নামহীন রাস্তা পাওয়া যাচ্ছে না। এখনও আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের নামে বা প্রাক্তন মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নামে কোনও রাস্তার নামকরণ করতে পারা গেল না।

বামফ্রন্টরা সব পুরনোদিনের বিদেশি মানুষদের নামে ওদের পার্টির সব বড়ো বড়ো নেতাদের নামে একাধিক রাস্তার নামকরণ

করে দিয়ে চলে গেছে। একজনের নামে তিনটে – চারটে করে রাস্তা। নেতাজীর নামে বা গান্ধীজীর নামে একাধিক রাস্তার নামকরণ হলে, সেটা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে মানা যেত। লেনিনজীর নামে একটা রাস্তা থাকাই ভালো।

কলকাতা শহর আমাদের গর্বের শহর। ভারতের ইতিহাসের উৎসস্থলও বলা যেতে পারে। তাহলে হো চি মিন – লেনিন – কার্ল মার্ক – এই নাম রাখার প্রয়োজনটা কোথায়? আমাদের দেশে এদের ভূমিকা কী আছে? এ বিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, ঠিকই আমাদের দেশে এদের কোনও ভূমিকা নেই। এরা সম্মাননীয়। কিন্তু ভারতের পুরাতন রাজধানী কলকাতায় এঁদের কী ভূমিকা আছে? বাংলায় কী ভূমিকা আছে? ভারতবর্ষের মহান ব্যক্তিদের নামে রাস্তার নামকরণ করার পর অতিরিক্ত রাস্তা থেকে থাকলে তাহলে ওইসব নামে রাস্তার নামকরণ হোক। তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী মহান ব্যক্তিদের নাম বাদ দিয়ে নয়। হো চি মিনের নামে রাস্তা রয়েছে মধ্য কলকাতায়।

এইসব নাম গুলি পরিবর্তন করার কোনও ভাবনাচিন্তা করবেন? এ বিষয়ে মহানাগরিক জানান, পরিবর্তন নয়। আমরা খুঁজে বার করার চেষ্টা করছি নামহীন রাস্তার। যাদের নামে রাস্তার নামকরণ করা যায়নি। তাদের নামে রাস্তার নামকরণ করতে হবে। এবং একাধিক নামে বড়ো বড়ো রাস্তার নামকরণ করে দিয়ে চলে গিয়েছে। সেগুলির নাম পরিবর্তন করার চেষ্টা করছি। এজন্য পৌরসংস্থার অধীনে সাতজনের নেতৃত্বে একটি 'রোড রি–নেমিং কমিটি' আছে। তাদের মাধ্যমে এটা করতে হবে। আস্তে আস্তে যেসব রাস্তার সেরকম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের নাম নয়, তার নাম পরিবর্তন করতে হবে।

উল্লেখ্য, ২৫ মার্চ 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে বেহালার ১২৮ নম্বর ওয়ার্ড শকুন্তলা পার্ক কালীপুর ১/৯১, হো চি মিন সরণি, কলকাতা – ৬১(বীরেন রায় রোড, পশ্চিম) থেকে ফোন করে ছিলেন তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি। তা শুনেই বিস্মিত মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। চিন্তা করুন বাংলার রাস্তা হো চি মিনের নামে। হো চি মিন তাঁর দেশের(উত্তর ভিয়েতনামের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি) মহান নেতা ছিলেন। কিন্তু আমাদের এখানে তার কী ভূমিকা আছে? এসব বামেদের কাজ। বীরেন রায় রোড, পশ্চিম টাকে হো চি মিন সরণি করেছে ওখানকার পুরাতন সাউথ সুবারবান ইউনিটের বামফ্রন্ট নেতারা। এই পরিস্থিতিতে কোন্ কোন্ বিদেশিদের নামে কলকাতায় একাধিক রাস্তার নামকরণ করা রয়েছে, তা খতিয়ে বার করতে পৌর আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন মহানাগরিক।

কলকাতায় কার পার্কিং ফি বাড়লো

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১ এপ্রিল ২০২৩ – '২৪ অর্থবর্ষের জন্য বর্ধিত হারে কার–পার্কিং ফি আদায় করতে চলেছে কলকাতা পৌরসংস্থা। এতদিন (সকাল ৭ টা থেকে রাত ১০ টা) ঘন্টা পিছু ২ চাকা গাড়ির জন্য দিতে হতো ৫ টাকা। যা ১ এপ্রিল থেকে তা বেড়ে দ্বিগুণ হচ্ছে। অর্থাৎ ১০ টাকা। আর ৪ চাকার জন্য প্রতি ঘন্টায় দিতে হবে ২০ টাকা। ৬ চাকার জন্য ৪০ টাকা।

কলকাতা পৌরসংস্থার কার পার্কিং দফতর সূত্রে খবর, প্রথম ২ ঘন্টা পর এ নিয়মের বড়োসড়ো পরিবর্তন হয়ে, পার্কিং চার্জ দ্বিগুণ হয়ে যাবে। ২০ টাকা হয়ে যাবে ৪০ টাকা। ৪০ টাকা হয়ে যাবে ৮০ টাকা। আর ৮০ টাকা হয়ে যাবে ১৬০ টাকা। এই স্তরে আবার ৩ ঘন্টা পর থেকে ৫ ঘন্টা পর্যন্ত প্রতি ঘন্টায় ২ চাকার ক্ষেত্রে ২০ টাকা করে, ৪ চাকার ক্ষেত্রে ৪০ টাকা করে এবং ৬ চাকার ক্ষেত্রে প্রতি ঘন্টায় ৮০ টাকা করে বৃদ্ধি ঘটবে। আর পার্কিং করা গাড়ির পার্কিয়ের সময় ৫ ঘন্টা

অতিক্রম করলে ২ চাকা গাড়ির ক্ষেত্রে ঘন্টা পিছু চার্জ পড়বে ৫০ টাকা। ৪ চাকার ক্ষেত্রে ঘন্টা পিছু চার্জ পড়বে ১০০ টাকা। আর ৬ চাকার ক্ষেত্রে ঘন্টা পিছু ২০০ টাকা পড়বে। রাস্তায় অতিরিক্ত গাড়ি পার্কিং করে রাখলে যান চলাচলের জায়গা কমে যায়। শ্লথ হয়ে যায় যানবাহন চলাচল। পৌর কার পার্কিং দফতর সূত্রে খবর, অতিরিক্ত সময় গাড়ি পার্কিং লটে রাখার প্রবণতা কমাতেই বেশিক্ষণ গাড়ি রাখলে অতিরিক্ত টাকা ধার্য করেছে পৌরসংস্থা।

কলকাতা পৌর এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে রাতে (রাত ১০টা থেকে সকাল ৭টা) ৬ চাকার বাস ও লরি পার্কিং করে রাখা হয়। এতদিন ঘন্টা পিছু ২০ টাকা করে নেওয়া হতো। এবার থেকে ঘন্টা পিছু ৬০ টাকা করে নেওয়া হবে। পৌর কর্তারা মনে করেন, পার্কিং ফি বাড়লে যে বিপুল পরিমাণে গাড়ি রাস্তায় বার হয় তা কিছুটা হলেও কমবে। ফলে কমানো যাবে বাতাসে বিষের পরিমাণ। বর্তমানে কলকাতায় ৫০০ – র অধিক গাড়ি রাখার 'স্পেস' রয়েছে। তিন থেকে চারটি 'স্পেস' নিয়ে নিয়ে এক একটি পার্কিং লট ধরা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা পৌর এলাকার সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে ১৫,০০০ গাড়ি পার্কিং করার ব্যবস্থা রয়েছে।

লেন্স বার্তা

পূজার্চনা : অন্নপূর্ণা পুজো উপলক্ষে কলকাতার রাসবিহারীস্থিত ১২ হাত কালী মন্দির প্রাঙ্গণে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়। এবারের এই পুজোতে চেতলার ১২৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী দত্ত বাড়ির অন্নপূর্ণা মন্দিরের সদস্যগণ অংশ গ্রহণ করেন।

চোখ জুড়ানো গঙ্গা আরতি দেখতে উপচে পড়ছে ভিড়, বেনারস নয়, খোদ কলকাতার বাজে কদমতলা ঘাটে।

রাস্তা জুড়ে দাড়িয়ে আছে পুলিশ, ডি জে বাজিয়ে চলছে হুল্লোড় নাচ ও সাথে হেলমেটহীন বাইকের দল! আজ কিনা রামের জন্মদিন বলে কথা, জয় শ্রী রাম। ছবি : অভিজিৎ কর

যুগযাত্রী ক্লাবের উদ্যোগে ২৭তম বাসন্তী পুজো। সঙ্গে চলছে চৈত্র মেলা। চলবে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত।

জানা–অজানা সফরে

ধান্যকুড়িয়ার জমিদার বাড়ি ও দৃষ্টি নন্দন স্থাপত্য

সুব্রত দেবনাথ

উত্তর ২৪ পরগনার ধান্যকুড়িয়ায় রয়েছে ব্রিটিশ বাংলার অজস্র ইতিহাস। সেখানকার তিন জমিদারবাড়িতে এখনও মেলে বিলিতি ধাঁচের স্থাপত্য। কলকাতা থেকে বারাসত হয়ে টাকি রোড ধরে বসিরহাটের দিকে যেতে বেড়াচাঁপা পার হয়ে কিছুটা গেলে রাস্তার বাঁ পাশে ছোট্ট জনপদ ধান্যকুড়িয়া। আবার শিয়ালদা থেকে হাসনাবাদ গামী লোকাল ট্রেনে করে এক থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। ধান্যকুড়িয়ার নিকটবর্তী স্টেশন হলো কাঁকড়া মির্জাপুর। স্টেশন থেকে অটো বা টোটোতে চেপে চলে আসুন ধান্যকুড়িয়ার অপূর্ব স্থাপত্য দর্শনে।

এই ধান্যকুড়িয়াতেই রয়েছে গাইন, সাউ আর বল্লভদের জমিদারবাড়ি। ধান্যকুড়িয়াতে এসে প্রথমেই যেটি নজর কাড়ে সেটি হলো ইংলিশ ক্যাসেলের অনুকরণে নির্মিত গাইনদের বাগানবাড়ি। মাত্র এক কিলোমিটারের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সুদৃশ্য তিনটি বাড়ি। তিনটিই দুশো বছর পার করেছে। বাড়ি তিনটির প্রতিটি ইঁটে যেন ইতিহাস খোদাই করে রাখা আছে। ধান্যকুড়িয়া বাসস্টপ থেকে খানিক এগোলেই চোখে পড়বে সুবৃহৎ একটি তোরন। তোরনের উপর দেখা যায় সিংহের সাথে যুদ্ধরত দুটি মানুষের মূর্তি। মূর্তি দুটি ইউরোপীর, তা দেখেই বোঝা যায়, ছুরি দিয়ে সিংহবধের দৃশ্য চোখ পড়ে। সেই ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলেই গাইনদের বাগানবাড়ি। বেশ একটা দুর্গ–দুর্গ ভাব। এক সময় যখন মার্টিন কোম্পানির রেল চলত, তখন এই এলাকায় ছিল গাইন গার্ডেন স্টেশন। ধান্যকুড়িয়ার এই গাইন গার্ডেনে কিছু দিন আগে পর্যন্ত ছিল অনাথ মেয়েদের সরকারি হোম। ২০০৮ সালে গাইনদের কাছ থেকে ন্যূনতম মূল্যে সরকার তা অধিগ্রহণ করে। ২০১৮–র মাঝামাঝি বাড়িটির ভগ্ন দশার কারনে হোম অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

২২৫ বছর আগে জমিদার মহেন্দ্রনাথ গাইন এই বাগানবাড়িটি বানিয়েছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে পাটের ব্যবসা করতেন মহেন্দ্রনাথ। সেই ব্যবসায় ভালোই রোজগার ছিল তাঁর। সাহেবদের সঙ্গে ছিল মহেন্দ্রনাথের নিত্য ওঠাবসা। সাহেবদের আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি রাখতে চাননি জমিদারবাবু। ধান্যকুড়িয়ায় সাহেবদের আনাগোনা লেগেই থাকত। বিলিতি স্মৃতি উস্কে দিতে ধান্যকুড়িয়ার মতো অজ পাড়াগাঁয়ে ইউরোপীয় দুর্গের আদলে বাগানবাড়িটি বানান মহেন্দ্রনাথ। বাগানবাড়ির ভিতরে শান বাঁধানো পুকুর রয়েছে। দু'টি বৃহৎ শ্বেতপাথরের সিংহের মূর্তিও ছিল। তবে এখন আর সেই সিংহ দেখা যায় না।

গাইনদের মতোই ধান্যকুড়িয়ায় রয়েছে সাউ ও বল্লভদের জমিদারবাড়ি। মহেন্দ্রনাথের মতো সাউ ও বল্লভদের পূর্বপুরুষরা ইংরেজদের সঙ্গে পাটের ব্যবসায় বেশলাভ করেছিলেন। তার পর নিজেদের প্রভাব–প্রতিপত্তির নিদর্শন হিসেবে বিশালাকার বাড়িগুলি বানান। ধান্যকুড়িয়ার পুরোনো ইতিহাসের সাক্ষী এই সব বাড়ি। গাইনদের বাগানবাড়ি পেরিয়ে আর একটু এগোলে একে একে চোখে পড়বে তিন জমিদারবাড়ির নানান নিদর্শন। হাসপাতাল, স্কুল, লাইব্রেরি, ক্লাব। সবই এলাকার জমিদারদের দান। সাউ জমিদারের নামাঙ্কিত পতিত পাবন সাউ রোড ধরে এগোলে চোখে পড়বে টোলবাড়ি। একসময়

এখানে সংস্কৃত পণ্ডিতরা পড়াতেন। সেই টোল এখন স্কুল। টোল ছাড়িয়ে খানিক এগোলে একে একে পড়বে গাইন, বল্লভ ও সাউদের বাড়িগুলি। তবে বাড়িগুলির সব ক'টির অবস্থা এক নয়। কোনওটি এখনও সেই পুরোনো রূপ ধরে রাখলেও, কোনওটি সংস্কারের অভাবে ধ্বংসের পথে। এখনও ধান্যকুড়িয়ার গাইনবাড়িতে নবীন প্রজন্মের দেখা মেলে। সাউ ও বল্লভদের বাড়িগুলি রয়েছে কেয়ারটেকারদের হাতে।

তবে এখনও প্রতি বছর তিন জমিদারবাড়িতেই ঘটা করে হয় দুর্গাপুজো। আর জমিদারদের বর্তমান বংশধররা এখনও পুজোর ক'টা দিন ধান্যকুড়িয়ায় পিতৃপুরুষের ভিটেয় কাটান। এলাকায় ঘুরলেই চোখে পড়বে, জমিদারদের বিশাল পুকুর, ঠাকুরবাড়ি, মহাপ্রভু ঠাকুরবাড়ি, মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি, রাসমন্দির, চিকিৎসালয় ইত্যাদি। প্রতিটি জমিদারবাড়িতেই ছিল নহবতখানা।

গাইন বাড়ির তৎকালীন জমিদার মহেন্দ্রচন্দ্র গাইন ইংরেজদের সঙ্গে পাটের ব্যবসায় প্রচুর অর্থ লাভ করেন। একই ভাবে ব্যবসা থেকে প্রচুর আর্থিক লাভ করেছিলেন এলাকার অন্য জমিদাররা। এর পর এলাকায় একে একে বাড়ি, বাগানবাড়ি তৈরির পাশাপাশি শুরু হয় দুর্গা আরাধনা। পুজোর সময় একমাস ধরে মেলা বসত এলাকায়। এলাকার স্কুল, হাসপাতাল, গ্রন্থাগার, রাসমন্দির তৈরি করান জমিদাররা। এখন গাইন বাড়ির বর্তমান সদস্যদের বেশির ভাগই জীবিকার প্রয়োজনে বাইরে থাকলেও সকলেই বাড়িটির সংস্কারের প্রতি সচেতন।মাঝে মধ্যে সেই বাড়ির দখল নেয় শ্যুটিং পার্টি। হিন্দি সিনেমা 'সাহেব বিবি গোলাম', ফরাসি সিনেমা 'লা নুই বেঙ্গলি', বাংলা সিনেমা 'সত্যান্বেষী' এবং একেবারে সম্প্রতি 'ভূমিকন্যা'রও শ্যুটিং হয়েছে সেখানে।

তবে বর্তমানে এই বাড়ি গুলির ভিতরে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ রয়েছে। বর্তমানে এই সুবিশাল বাড়িগুলি কিছু সংস্কার কিছু জীর্ণতাকে সঙ্গে নিয়ে নীল আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কত অজানা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com